CMYK

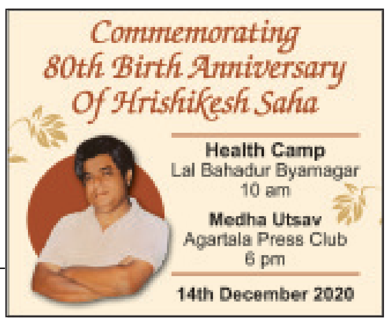

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 11 December, 2020 ■ আগরতলা, ১১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ২৫ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

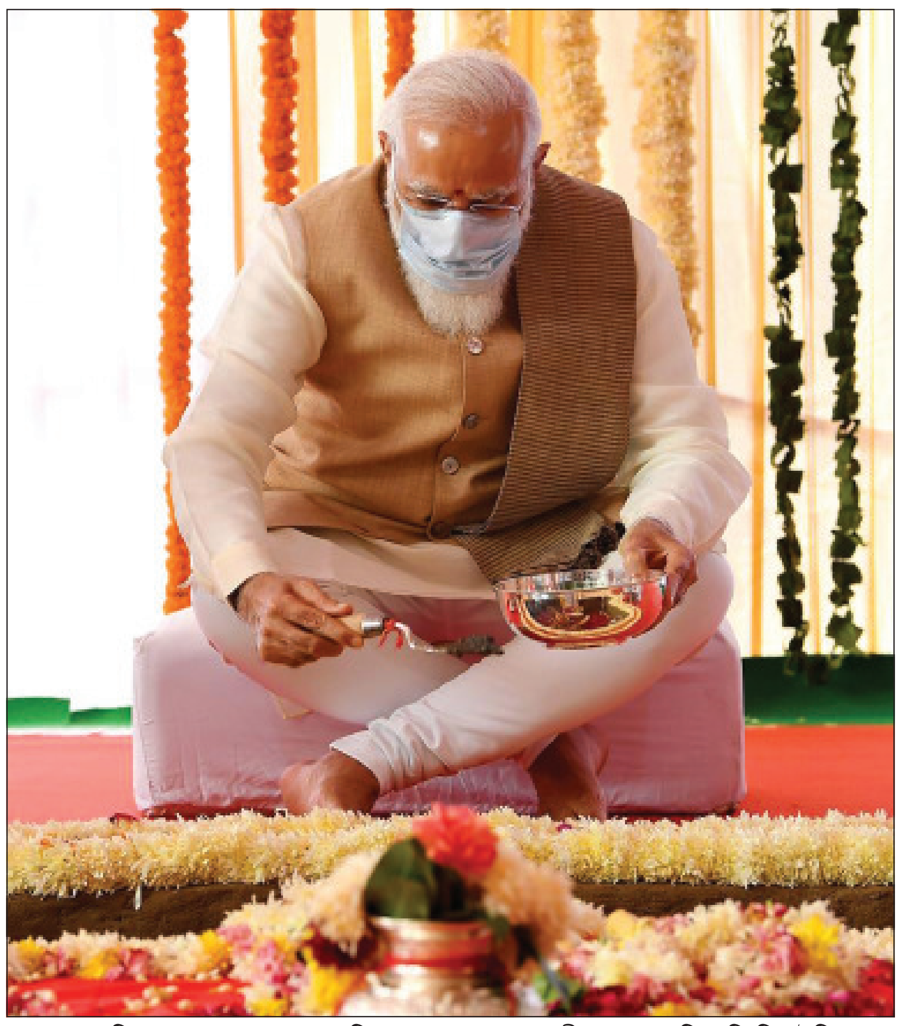

বৃহস্পতিবার নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

নয়া সংসদ ভবনে একবিংশ শতাব্দীর উচ্চাকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। নয়া সংসদ ভবনে একবিংশ শতাব্দীর ভারতের উচ্চাকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে। নতুন এই সংসদ ভবন "আত্মনির্ভর ভারত" তৈরির সাক্ষী থাকবে। বৃহস্পতিবার নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস ও ভূমিপূজা অনুষ্ঠানের পর এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন দুপুরে গণতন্ত্রের নতুন মন্দির, নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস ও ভূমিপূজা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পরে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ একটি ঐতিহাসিক দিন, নতুন সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হল। আমরা ভারতের প্রতিটি নাগরিক একত্রে সংসদের নতুন ভবনের নির্মাণ করব। ১৩০ কোটি ভারতবাসীর কাছে আজ গর্বের দিন। নয়া সংসদ ভবন আসলে নতুন ও পুরাতনের সহাবস্থান। সময় ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন আনার একটি প্রচেষ্টা।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'একজন সাংসদ হিসেবে ২০১৪ সালে প্রথমবার সংসদে প্রবেশের সৌভাগ্য হয়েছিল আমার, সেই দিন কখনও ভুলতে পারব না। গণতন্ত্রের মন্দিরে প্রবেশের প্রাক্কালে, মাথা নত করে প্রণাম করেছিলাম গণতন্ত্রের মন্দিরকে।'

নয়া সংসদ ভবন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পুরাতন সংসদ ভবন যদি স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের দেশকে দিশা দেখায়, থাকলে নতুন সংসদ ভবন আত্মনির্ভর ভারত তৈরির সাক্ষী থাকবে। স্বাধীনতার পর দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছে পুরাতন সংসদ ভবন, নতুন সংসদ ভবন আত্মনির্ভর ভারত তৈরির সাক্ষী থাকবে। পুরাতন ভবনে, দেশের প্রয়োজনীয়তা পূরণের কাজ করা হয়েছে। নতুন ভবনে, একবিংশ শতাব্দীর ভারতের উচ্চাকাঙ্খা বাস্তবায়িত হবে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'ভারতে গণতন্ত্র একটি সংস্কৃতি। গণতন্ত্র জীবনমূল্য, জীবনাদর্শ, ভারতবাসীর কাছে জীবনের আত্মা।'

বৃহস্পতিবার দুপুর একটায় নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস ও ভূমিপূজার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রীতি মেনে, মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস ও ভূমিপূজা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রতন টাটা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং প্রমুখ। এছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু উপস্থিত ছিলেন। নতুন সংসদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নতুন সংসদ ভবনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ভার্চয়াল মাধ্যমে অংশ নিলেন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের নতুন সংসদ ভবনের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন। রাজ্যপাল রমেশ বৈস রাজভবন থেকে ভার্চয়াল মাধ্যমে এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ নয়াদিল্লিতে ভারতের নতুন সংসদ ভবনের আনুষ্ঠানিক শিলান্যাস করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্য সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অংশ নেন। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জে কে সিনহাও ভার্চয়াল শিলান্যাস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী পদে অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন নেই বিপ্লবের বাতিল ১৩ ডিসেম্বরের কার্যক্রম, বললেন উপমুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী পদে দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে বিপ্লব কুমার দেবের অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার এখন আর প্রয়োজনীয়তা নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং রাজ্যে বিজেপি বিধায়কগণ ও মন্ত্রীদের অনুরোধে তিনি আগামী ১৩ ডিসেম্বরের কার্যক্রম বাতিলে সম্মতি দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এ-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা।

বৃহস্পতিবার উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় বিজেপি-র সমস্ত মন্ত্রী এবং বিধায়কগণ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দীর্ঘ বৈঠক করেছেন। ১৩ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠান বাতিল করার জন্য ওই বৈঠকে সকলেই মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবকে অনুরোধ করেছেন। জিষ্ণু দেববর্মার কথায়, ইতিপূর্বে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং প্রভারি বিনোদ সোনকরও বিপ্লব দেবকে ওই কর্মসূচি বাতিল করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

জিষ্ণু দেববর্মা আজ সাফ জানিয়েছেন, ১৩ ডিসেম্বরের কার্যক্রমের এখন আর প্রয়োজনীয়তা নেই। মুখ্যমন্ত্রীও আমাদের সবার অনুরোধে সম্মতি দিয়েছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপি-র পরিবার অনেক বড়। প্রদেশ বিজেপি প্রভারিও এমনটাই বলেছেন। ফলে, বিজেপিতে বিদ্রোহী শব্দটি প্রাসঙ্গিক নয়। তাঁর মতে, কেউ যদি দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে থাকেন, তবে দল এ বিষয়ে সব পদক্ষেপ নেবে।

১৩ দিন অতিক্রান্ত, হদিশ নেই দামছড়ায় অপহৃত ব্যবসায়ীর

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। গভীর রাতে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে এক ব্যক্তিকে অপহরণের ঘটনায় পুলিশ আরও একজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃতকে অসমের হাইলাকান্দি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে ১৩ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও অপহৃতকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রসঙ্গত, গত ২৭ নভেম্বর গভীর রাতে বন্দুকের ভয় দেখিয়ে লিটন নাথকে অপহরণ করেছিল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। মুক্তিপণ বাবদ দেড় লক্ষ টাকা দাবি করেছিল তারা। উত্তর ত্রিপুরা জেলার

হাইলাকান্দিতে ধৃত জিয়াউদ্দিন

দামছড়া থানাধীন কাটুয়া ব্রিজ সংলগ্ন জয়রামপাড়ায় বছর পঁয়ত্রিশের লিটন নাথকে অপহরণের পর আজ পর্যন্ত তাঁর হদিশ পাওয়া যায়নি।

ইতিপূর্বে খেদাছড়া থেকে কোহিলা রিয়াং (৪৫)-কে আটক করেছিল পুলিশ। ওই অপহরণের ঘটনায় কোহিলা যুক্ত রয়েছে বলে পুলিশ সুপার দাবি করেন। ইতিমধ্যে তাকে খেদাছড়া থেকে দামছড়া থানায় আনা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অপহরণের সাথে যুক্ত রয়েছে আরও একজনের সন্ধান মিলেছে।

আজ বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অঙ্গনওয়াড়ির পরিষেবা পূর্বের তুলনায় আরও বাড়ানোর উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ মোহনপুর মহকুমাস্থিত চন্দ্রমোহন সরকার পাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নবনির্মিত পাকা ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র প্রাঙ্গণে আয়োজিত দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। কারণ সেখানে সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মা ও শিশু নার্সিং পায়।

তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিষেবা পূর্বের তুলনায় আরও বাড়ানো হয়েছে। আগে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শুধু চাল, ডাল, ডিম ও সয়াবিন দেওয়া হতো। এখন সেসবের সাথে চিড়া, গুড় ও সুজিও দেওয়া হয়। তাছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমরা বাঙালীর সভায় হামলা-হুজ্জতির অভিযোগ

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বাঙালিদের বাংলাদেশি বলে অপবাদ দেওয়া, বিভিন্ন অপহরণের ঘটনা এবং জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশের গুলিতে শ্রীকান্ত দাসের মৃত্যুর ঘটনায় এখনও কোনও বিচার না হওয়ায় বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরে 'আমরা বাঙালী' দল এক বিক্ষোভ মিছিল এবং পথসভার আয়োজন করেছিল।

ধর্মনগর

ওই পথসভা বানচাল করার উদ্দেশ্যে দুষ্কৃতকারীরা হামলা-হুজ্জতি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

আজ বেলা দুটা নাগাদ ধর্মনগর মোটর স্ট্যান্ডের সামনে থেকে 'আমরা বাঙালী'র উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটি এক মিছিল শুরু হয়ে সারা শহর পরিক্রমা করেছে। মিছিলটি পুরাতন মোটর স্ট্যান্ডের সামনে এসে থামে। ওখানে দলের একটি কার্যালয় রয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদে স্কুলে তালা দিয়ে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ ডিসেম্বর।। বিশালগড় মহকুমার কমলাসাগর বিধানসভাৰ পান্ডবপুর স্কুলের শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী থেকে আরম্ভ করে অভিবাবকরা বিদ্যালয়েৰ কক্ষে শিক্ষকদের ঢুকিয়ে তালা ঝুলিয়ে ফুলতলী আগরতলা মূল সড়ক অবরোধে বসে।

তাদের বক্তব্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস কে যতক্ষণ পর্যন্ত বদলি প্রত্যাহার না করা হবে রাস্তা অবরোধ তোলা হবে না। এমনকি তালাও খোলা হবে না। ঘন্টাখানেক পরে আইএস থেকে আধিকারিক এবং আমতলি থানার পুলিশ ছুটে এসে অবরোধ কারীদের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয়। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক বদলীর প্রক্রিয়া চলছে।

সামাজিক পেনশন-ছুটরা পুনরায় আবেদন করতে পারবেন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। সামাজিক ভাতা তথা পেনশনের সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রকৃত প্রাপকদের কাছে তা পৌঁছে দিতে যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। বিগত সরকারের সময়কালে বিভিন্ন স্কিমের সামাজিক ভাতায় হাজার হাজার ভুয়ো নামের সন্ধান মিলেছে। অথচ বহু প্রকৃত মানুষ সেই সুবিধা পাননি। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন, ভেরিফিকেশনের পর যাঁদের নাম সামাজিক ভাতা প্রকল্প থেকে পড়েছিল, তাঁরা পুনরায় আবেদন করার সুযোগ পাবেন।

তাঁর কথায়, আগামী ১৫ ডিসেম্বর থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অফিসারের কাছে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, যাঁরা এপিএল কার্ডের গ্রাহক তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। তাঁদের

বার্ষিক আয়ের শংসাপত্র তৈরি করে দিতেও প্রশাসন আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। তিনি আরও জানিয়েছেন, যাঁরা এপিএল তালিকায় থাকার জন্য এনএসএপি স্কিমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না তাঁদের রাজ্য সরকারের প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এদিন তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরায় নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে সামাজিক পেনশনের বিষয়ে যত্নশীল ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন স্কিমের আওতায় ২৯ হাজারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাতির দাঁতে ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরালেন জিবিপি হাসপাতালের ডাক্তাররা

আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.)।। হাতির দাঁতের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ব্যক্তিকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলেন জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকগণ। জটিল এই অস্ত্রোপচারের ফলে রঞ্জন মালাকারের পরিবার পরিজনদের মুখের হাসি ফিরে এসছে। পাশাপাশি দুরূহ এই অপারেশনের সাফল্য রাজ্যের চিকিৎসকদের আত্মবিশ্বাস আরও মজবুত করেছে বলে দাবি করেছেন স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা।

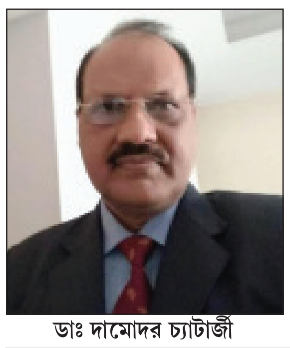

ডাঃ দামোদর চ্যাটার্জী

প্রসঙ্গত, তেলিয়ামুড়ায় গত ৮ ডিসেম্বর বিকেল তিনটা নাগাদ হাতির দাঁতের আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হন ৪৮ বছরের রঞ্জন মালাকার। তাঁকে প্রথমে গুরুতর আহত অবস্থায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাতির দাঁত তার পেটের ভেতর দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিল। পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল অন্ত্র। প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল তার। পিঠেও গুরুতর আঘাত ছিল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রক্তের ব্যবস্থা করা সহ আনুষঙ্গিক সমস্ত ব্যবস্থাও করেন চিকিৎসকগণ। এদিনই সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিট থেকে অপারেশন শুরু হয়।

স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানিয়েছেন, চার ঘণ্টার অপারেশন শেষে রোগীকে অ্যানেস্থেটিক আইসিইউতে স্থানান্তরিত করা হয়। জটিল অপারেশন করেন ডা. দামোদর চ্যাটার্জি এবং ডা. দীপ্তেন্দু চৌধুরী। অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডা. ভাস্কর মজুমদার ও ডা. সৌরভ সাহা। এই অপারেশনে আরও সাতজন চিকিৎসক, নার্স এবং টেকনেশিয়ান সহায়তা করেছেন। বর্তমানে রোগী সজ্ঞানে রয়েছেন এবং তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

ডাঃ দিপ্তেন্দু চৌধুরী

স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা বলেন, জিবিপি হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির প্রতি চিকিৎসকগণ নজর রাখছেন। জিবিপি হাসপাতালে সাম্প্রতিককালে একাধিক জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য এসেছে। এই অপারেশনও রাজ্যের চিকিৎসকদের দক্ষতার ফসল এবং রাজ্যবাসীকে উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদানে আশ্বস্ত করার ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর কথায়, এমন কঠিন অপারেশন আগেও করেছেন ডা. দামোদর চ্যাটার্জি। তরুণ শল্য চিকিৎসক ডা. দীপ্তেন্দু চৌধুরীও তাঁর দক্ষতা প্রমাণ করেছেন একাধিক অস্ত্রোপচারে। যদিও রোগীর পরিবারের সদস্যরা এই অপারেশন অন্য কোথাও করার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁদের ভরসা জুগিয়েছেন।

এদিকে বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক তথা বিধায়ক কল্যাণী রায়ও ছুটে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। তিনিও ভরসা রেখেছিলেন জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের উপর। অপারেশনের মাধ্যমে রোগীর জীবন ফিরিয়ে দিতে পেরে ডা. চ্যাটার্জি সহ তাঁর পুরো টিম তৃপ্ত।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৬৩ ▫ ১১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৫ অগ্রহায়ণ ▫ শুক্রবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বাক্যের ক্ষমতা

ভালবাসা পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও মানুষের শরীর-মনের তীব্র আবেগ প্রকাশিত হয়। পথ সহজ না হইলে, প্রকাশ্য না হইলে ঘুরপথই বাহির করিয়া লয়। রাধার অন্তরে বা কৃষ্ণের অন্তরে ব্যথা হইলে তাঁহাদের কে-ই বা কবে আটক করিয়া রাখিতে পারিয়াছে! বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধার তিমিরাভিসারের প্রসঙ্গ সুবিদিত। অন্ধকার অমারাত্রি। চন্দ্রালোকহীন আকাশ মেঘমণ্ডিত। সহসা বিদ্যুতের স্ফুরণ হইল। শত শত বজ্র পড়িতে লাগিল। অঝোর বারিধারায় পথ পঙ্কিল। তবু রাধা অনমনীয়। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি পাগলিনী। এই পথই তখন তাঁহার রাজপথ। এমন সমস্যা-সঙ্কুল পথেই যে তাঁহাকে যাইতে হইবে, তাহা তো তিনি আগেই অনুমান করিয়াছিলেন। তাই অভিসারশিক্ষার ত্রুটি করেন নাই। গোবিন্দদাস কবিরাজের অভিসারশিক্ষার পদে রাধা উঠানে কণ্টক পুঁতিয়াছিলেন। জল ঢালিয়া সেই উঠান পিচ্ছিল করিয়াছিলেন। তাহার পর সেই উঠান উপরি পদ-বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোমল পদযুগল কাঁটায় রক্তাক্ত হইতেছিল, তথাপি তিনি চলিতে গিয়া থামেন নাই।

সেই রাধা-কৃষ্ণের দিন গিয়াছে। এখন প্রেম অনেক বেশি প্রকাশ্য, সমাজসংসার অনুমোদিত। প্রেমের নানা পরিষেবা দেশে-বিদেশে প্রচলিত। প্রেম যদি হৃদয়ে এমনই না আসে, তাহা হইলেও অসুবিধা নাই। দেশে-বিদেশে যুগলকে এক করিবার নানা আয়োজন। ম্যাচ-মেকিং বা ডেটিং স্থির করিবার জন্য ঝাঁপ খুলিয়া নানা সংস্থা বসিয়া আছে। আপনার শরীর ও মনের মাপমতো সহচর-সহচরী জুটিবেই জুটিবে। দারুণ অগ্নিবাণে দগ্ধ হইবার কারণ ঘটিবে না। সবই ঠিক চলিতেছিল। এমন সময়ে সহসা আসিল করোনা। প্রেমের অপেক্ষা প্রাণ যে অনেক প্রিয়তর, তাহা বোধ হইল। ইহাতে অন্যায়ের কিছু নাই। সকলেই বাঁচিতে চাহেন, প্রেমিক-প্রেমিকারাই বা চাহিবেন না কেন! তাঁহারা প্রেম ছাড়িয়া প্রাণ রাখিতে ঘরে ঢুকিলেন। শহরের বিনোদন পরিসরগুলি ফাঁকা হইল। পেয়ালা মুখরিত নিভৃত কোণগুলি জনশূন্য হইল। ভাবা গিয়াছিল, এই করাল ব্যাধি দ্রুত যাইবে। প্রেম, পরিণয় সবই দ্রুত ফিরিবে। ক্রমশ বোধ হইতেছে বিষয়টি তেমন নহে। ব্যাধি জাঁকাইয়া বসিয়াছে। অতঃপর অন্য উপায় প্রয়োজন। সে উপায় সকল ক্রমশ প্রকাশ্যে আসিতেছে। প্রেমকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে নিত্যনূতন বন্দোবস্ত ও নূতন শব্দাবলি। জাপানের নূতন শব্দ 'অন-নমি'। অর্থ অনলাইন পানীয় সেবন। পাত্র-পাত্রী বসিয়া রহিয়াছেন। পরস্পরের সম্মুখে নহে, বসিয়া রহিয়াছেন স্ক্রিনের সম্মুখে। সেখানেই মূর্ত পরস্পরের আবেগ। বাজারে আসিয়াছে নূতন টি-শার্ট। তাহা বক্ষে ধারণ করিয়াছে 'কুয়োমোসেক্সুয়াল' শব্দটি। এই অশ্রুতপূর্ব বিশেষ্য পদের অর্থ, অতিমারির সময় যে নেতা পূর্ণবাক্যে কথা বলিতে পারেন, শান্ত-শমিত কাণ্ডজ্ঞান প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহার নামবাহিত একটি ব্যবহারবিধি। তাঁহার নাম হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি। অতিমারি কালে তাঁহার অনুসরণে স্ক্রিন ও দূরত্ববাহিত প্রেম-প্রণয়ে কাণ্ডজ্ঞান ও সুমিত বাক্য প্রয়োগের অধিকার অর্জন করা।

বাক্য হইয়া উঠিতেছে অসীম ক্ষমতাবান। স্বাভাবিক। পথ যত ব্যাধি-কণ্টকিত, প্রেমের উপায় ততই বিচিত্র। এই ব্যাধি-প্রবাসে মনে পড়ে, বৈষ্ণব পদাবলিতে পূর্বরাগের যে শর্তগুলি ছিল তাহার মধ্যে একটি বংশীধ্বনি শ্রবণ। দূর হইতে বাঁশি শুনিয়া রাধা প্রণয়গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এখন আবার এই ঐতিহ্য অনুসরণ করিতে হইবে। ধ্বনির স্থানে বাক্যকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর, প্রেম বলিতে যে হেতু কেবল নর-নারীর যৌন মিলনকে বোঝায় না, তাহার নানা স্তর, নানা স্বর প্রেমের মধ্যে স্নেহ, বাৎসল্য, মায়া, মমতা সকলই রহিয়াছে প্রেমের এই বিচিত্র ক্ষেত্র টিকাইয়া রাখিবার জন্য দূর হইতে বাক্য ও দৃশ্য প্রেরণের উপরই ভরসা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, বাক্যই আমাদের এ-কালের বংশীধ্বনি। বাঙালি তাই কথা বলিতে শিখিতে যত্ন করুন। দূরবর্তী সন্তান মাতা-পিতাকে যথাযথ ভাবে কথায় আশা প্রদান করুন, স্বামী বিরহিণী স্ত্রীকে সম্যক প্রণয়বাক্যে সম্ভাষিত করুন, জীবনকে মধুর রস উপহার দিন। সেই কবে কর্মযোগে স্বামী বিবেকানন্দ গৃহীকে উত্তম বাক্য বলিবার সামর্থ্য অর্জন করিতে বলিয়াছিলেন। এই তো সেই অনুশীলনের সু-সময়। বাক্য ব্রহ্ম, বাক্য প্রেম, বাক্যই তত্ত্বসার। বাক্যের কী অমোঘ অঘটনপটীয়সী ক্ষমতা, তাহা গীতার শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন।

কৃষি আন্দোলন থেকে চোখ ঘোরাতে জাতীয়তাবাদী তাস খেলছে, নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি স): বর্তমানে পাখির চোখ একুশের নির্বাচনে। এরই মাঝে মেয়ো রোডে কৃষি আন্দোলনের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তৃণমূল। আর বৃহস্পতিবার তৃণমূলের বিক্ষোভস্থলে গিয়ে "কৃষি আন্দোলন থেকে চোখ ঘোরাতে জাতীয়তাবাদী তাস খেলছে" নাম না করে বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষি আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজীব গান্ধী ৪০০ সাংসদ নিয়েও ঔদ্ধত্য দেখাননি। ৩০০ সাংসদ নিয়ে মোদী যা ইচ্ছে তাই করছেন। আরএসএস হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক নয়। স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা হিন্দু ধর্মের প্রবর্তক মনে করি। ওরা একটা ঘৃণ্য ধর্মকে হিন্দু ধর্ম বলে চালানোর চেষ্টা করছে। যার সঙ্গে আপনার-আমার কোনও সম্পর্ক নেই। হিটলার-মুসোলিনি এভাবেই কাজ করত। কৃষি আন্দোলন থেকে চোখ ঘোরাতে জাতীয়তাবাদী তাস খেলছে। কখনও পাকিস্তান, কখনও চিনের নাম করছে। তৃণমূলের কাছে হিসেব চাওয়ার আগে পিএম কেয়ার্সের হিসেব দিন। হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে নতুন সংসদ ভবন বানাচ্ছেন। ওই টাকা কৃষকদের দেওয়া উচিত ছিল"।

এরই, মাঝে বুধবার দুদিনের রাজ্য সফরে কলকাতায় এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সেই প্রসঙ্গ তুলে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "গতকাল প্রচার পাননি, গুন্ডা নিয়ে জনসংযোগে গিয়েছিলেন। বাংলা থেকে কর নিয়েও প্রাপ্য টাকা দিচ্ছেন না কেন? ঘূর্ণিঝড়ে বাংলার টাকাই বাংলাকে দিয়েছেন মোদী। লাগাতার মিথ্যে কথা বলে চলেছে বিজেপি নেতারা। বাংলায় বিনামূল্যে খাদ্য থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা পায় মানুষ"। আয়ুষ্মান প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আয়ুষ্মান প্রকল্পে ৪০ শতাংশ টাকা রাজ্যকে দিতে হবে। স্বাস্থ্যসাথীর পুরো টাকাই দিচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রয়োজন নেই কেন্দ্রের আয়ুষ্মান প্রকল্পের। রাজ্যে বিনামূল্যে করোনার চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ লকডাউন ঘোষণা করল। শ্রমিকদের ফেরার কোনও ব্যবস্থাই করেনি মোদী সরকার। বিজেপি চায় দেশে তারা একা থাকবে, আর কেউ থাকবে না। মজুতে ঊর্ধসীমা তুলে দিয়ে মজুতদারদের সুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রের এই নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চলবে। বিজেপি বাংলার রাজনৈতিক দল নয়। বিজেপি দিল্লি এবং গুজরাটের দল। গ্রামে বাইরের কাউকে দেখলেই থানায় জানান"।

গতকাল কলকাতা বিমানবন্দর থেকে জেপি নাড্ডা হেস্টিংসে যাওয়ার পথে একদল যুবক কালো পতাকা দেখিয়ে গো ব্লাক স্লোগান দেয় নাড্ডাকে। সেই প্রসঙ্গ তুলে বৃহস্পতির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিজেপি বলছে বাংলায় আইনশৃঙ্খলা নেই। কলকাতা সবথেকে সুরক্ষিত শহর। রবীন্দ্রনাথের জন্ম নিয়েও মিথ্যে বলছেন বিজেপি নেতারা। বিরসা মুণ্ডা নিয়েও মিথ্যাচার করেছে বিজেপি। কাল হেস্টিংসে নিজের দলের লোক নিয়েই নাটক করেছেন। যারা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে তারাই ছিল হেস্টিংসে"।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী নিজে কতটা স্বচ্ছ ভাবমূর্তির : আর কে সিনহা

বর্তমানে পঞ্জাব, হরিয়ানা এবং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের বিপুল পরিমাণে মানুষ কৃষক আন্দোলনের নামে রাজধানী দিল্লিতে জমায়েত করেছেন। নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে লড়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে তাঁদের। সরকারও আন্দোলনরত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলছে। এখন এই বিষয়ে কানাডাকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কে দিয়েছে, এটা বোঝাই যাচ্ছে না। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করছেন। কীসের ভিত্তিতে করছেন? ট্রুডো বলছেন, "পৃথিবীতে কখনও কৃষকদের শান্তিপূর্ণ প্রদর্শনের অধিকার রক্ষার জন্য এগিয়ে আসবে কানাডা।" কিন্তু তিনি এটা কেন ভুলে যাচ্ছেন, তাঁর দেশেই ভারত বিরোধীরা প্রকাশ্যেই মুখ খুলছে। মোদীজি যদি এটা বলা শুরু করে দেন, বিশ্বের কোথাও ভারত বিরোধী সন্ত্রাসী থাকবে, তা সমূলে উৎখাত করা হবে। তখন ট্রুডো মহাশয়ের কী হবে? সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের জন্য তাঁকে বিশ্বে কে সমর্থন করবে? ভারত কী কখনও কানাডার আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে? না তো। আরও একটি বিষয় বলতে চাই, যাঁরা কৃষক আন্দোলনে খালিস্তানি যোগ খুঁজছেন তা মোটেও সঠিক নয়। আন্দোলনরত কৃষকরা আমাদের এবং আমাদের দেশের অন্নদাতা। সকলের এটাও মাথায় রাখা দরকার, এই আন্দোলনে শুধুমাত্র শিখ কৃষকরাই সামিল আছেন তা মোটেও নয়।

এই পরিশ্রমী কৃষকদের স্বার্থে কানাডার প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সেই দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হরজিৎ সিং সজজনও প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। সজজন পুরোপুরি খালিস্তানি সমর্থক হিসেবে পরিচিত। কয়েক বছর আগে তিনি ভারতে এসেছিলেন, তখন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকার করেছিলেন। এই সজজন কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বলেছেন, "ভারতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন পদদলিত করার খবর অত্যন্ত উদ্বেগের। আমার পরিবারের অনেকেই সেখানে আছেন, তাঁদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।" এর থেকে বড় মিথ্যে প্রচার আর কী হতে পারে?

ভারতের কৃষকদের স্বার্থে সুর চড়ানো ট্রুডো ও সজ্জন হয়তো ভুলে গিয়েছেন, কানাডায় অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা তাঁদেরই দায়িত্ব। কিন্তু, এ বিষয়ে তাঁরা পুরোপুরি ব্যর্থ। সেখানে ভারতীয় হাই কমিশনের বাইরে বারবার জমায়েত হচ্ছে। এর ফলে ভারতীয় কূটনীতিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

কতটা ভদ্র কানাডার মন্ত্রী সজ্জন

ভারত সফরে এসে ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গার মতো সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন হরজিৎ সিং সজ্জন। একটি সংবাদপত্রে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সজ্জন বলেছিলেন, "ভারতে ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গায় তাঁদের দেশে বসবাসকারী শিখরা মর্মাহত হয়েছিলেন। ওই দাঙ্গার কথা ভাবলে মনে হয় আমরা কতটা ভাগ্যবান যে কানাডায় থাকি, যেখানে মানবাধিকারের বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীলতা নেওয়া হয়।" এই ধরনের মন্তব্য করার অধিকার তাঁকে কে দিয়েছে? তাঁর বিরুদ্ধে তো অভিযোগ উঠেছে যে, তিনি খালিস্তানী সমর্থকদের বন্ধু।

২০১৮ সালে ভারত সফরে এসেছিলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। অমৃতসর থেকে আগ্রা এবং মুম্বই থেকে আহমেদাবাদ সফর করার পর যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, তখন মোদীজি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, 'ধর্মের নাম কট্টরতা, তথা একতা, অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে ভারত কখনও আপস করে না।' নিঃসন্দেহে প্রধানমন্ত্রীর এই ইশারা ছিল কানাডায় খালিস্তানী তত্ত্বের গতিবিধির দিকেই। কানাডার লিবারেল পার্টির সরকারের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো একটি উদার দেশের নাগরিক। কিন্তু, তাঁকেও এটা বুঝে নিতে হবে ভারতও একটি উদার ও বহুত্ববাদী দেশ। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ভারতের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে, তা ভারত কখনও মেনে নেবে না। গোটা দেশ এ বিষয়ে একমত। তাঁর ভারত সফরের সময় ভালোই ঝামেলা হয়েছিল, তখন জানা গিয়েছিল দিল্লিতে অবস্থিত কানাডা হাই কমিশনে নিজ দেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কুখ্যাত খালিস্তানী সন্ত্রাসী জসপাল আটওয়ালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ১৯৮৬ সালে ব্যক্তিগত সফরে কানাডায় যাওয়া পঞ্জাবের তৎকালীন মন্ত্রী মলকীত সিং সিন্ধুকে প্রাণে মেরে ফেলার অভিযোগে প্রমাণিত হয়েছে জসপালের বিরুদ্ধে।

খালিস্তানীদের দুর্গ কানাডা

বর্তমানে কানাডায় খালিস্তানী তত্ব অতি সক্রিয়। ভারতকে পুনরায় খালিস্তানী আন্দোলনের আগুনে ঠেলে দিতে চাইছে। কানাডার ওন্টারিও বিধানসভা ২০১৭ সালে ১৯৮৪-র শিখ বিরোধী দাঙ্গা নিয়ে প্রস্তাব পাশ করেছিল। এটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটা ভারতের আভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার মতো। এর থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে যে, কানাডায় ভারতের শত্রু বসে আছে। তারা খালিস্তানী সমর্থক। কেউ কি কনিষ্ক বিমান দুর্ঘটনার কথা ভুলতে পারে? ওই ৩২৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক ছিলেন। ভারত ও কানাডার মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার একটি কারণ হল সেখানকার সরকার খালিস্তানী তত্ব রুখতে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না। এজন্য কানাডা সরকারের প্রতি ভারত ক্ষুব্ধ বলা যেতে পারে। জাস্টিনের সফরের সময় ভারত ক্ষোভ প্রকাশও করেছিল। তখন কানাডা সরকার চেয়েছিল জাস্টিন ট্রুডোর আহমেদাবাদ সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু, ভারত কানাডার সেই আর্জি প্রত্যাখ্যান করেছিল। এখন ভারতবাসী চাইছেন জাস্টিন ট্রুডো যেন নিজের মুখে তালা লাগিয়ে ফেলেন। কানাডাকে বুঝতে হবে নিজেদের সমস্যা মেটাতে ভারত সক্ষম।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

প্রেম বন্ধনে আইন প্রণয়ন ও প্রাসঙ্গিকতা

।। শংকর দাস।।

প্রেম! দুই অক্ষরের শব্দ। প্রেমের ব্যাখ্যা নানাভাবে নানাজনে করেছেন। প্রেম স্বর্গীয়, প্রেম অন্ধ, প্রেম জাতিকুল মানতে চায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অমর প্রেমের বহু কাহিনি প্রচলিত রয়েছে। লায়লা মজনু, আনারকলি, জংকি পানেইর প্রেম কাহিনি ইত্যাদি যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সেখানে নেই কঠোরতা, নেই কপটতা, নেই ভণ্ডামি অথবা প্রতারণা। সেই সব কাহিনিতে মিথ্যা বা ভুয়ো প্রতিশ্রুতিও নেই, প্রলোভনও নেই। সেখানে প্রেমকে যথার্থ দৃষ্টিতেই উপস্থাপন করা হয়েছে। হয়তো সে-কারণেই প্রেম সম্পর্কে এ-ধরনের এক বদ্ধমূল ধারণা গড়ে উঠেছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমের সংজ্ঞারও পরিবর্তন হচ্ছে। আজকাল প্রেমের অন্যতম আকর্ষণ হল ধন-সম্পত্তি, পদ ও প্রতিষ্ঠা। ফলে প্রেম আজ আর স্বর্গীয় পর্যায়ে নেই। লিপ্সা অভিপ্সা এবং উপভোগের পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছে।

আজকাল এক নতুন ধরনের প্রেমের ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে, আর তা হল টেলিফোনিক প্রেম। টেলিফোনে বার্তালাপ করতে গিয়ে প্রেম বাঁধনে বাঁধা পড়ে। ফেসবুকে প্রফাইল দেখেও প্রেমে হাবুডুবু খেতে দেখা যাচ্ছে। ভুয়ো নামে ফোন করে, ভুয়ো ফেসবুক প্রফাইল তৈরি করে সুন্দর ফোটো আপলোড করে রাজমিস্ত্রির জোগালির মতো ছেলেদেরকেও নিজেদের ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনও পরিচয় দিয়ে মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে ফেলার ঘটনা আজকাল আকছার ঘটছে। আজকাল নিউ মিডিয়া অর্থাৎ ইন্টারনেটের ব্যবহারই এর মুখ্য কারক বলে গণ্য করা যেতে পারে। তাছাড়া কামনা-বাসনা পূরণ ও ভোগসর্বস্ব এক পৃথক জীবনযাপনের পাশাপাশি নিজেদের সাহসী ও আধুনিক বিচারধারার প্রতিভূ হিসেবে তুলে ধরতে তৎপর চলচ্চিত্রের একেকজন নায়িকাকে কোনেও সিনেমায় উপস্থাপন করে কিছু সংখ্যক পরিচালক ও প্রযোজকও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে দাবি করছেন। তাঁদের এ ধরনের মানসিকতা যে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, সেদিকে কারও নজরই নেই। চলচ্চিত্র জগতের অভিনেত্রীরা যতই স্বল্পবসনা হতে পারেন ততই সাহসী বলে প্রচার করার জন্য কিছু স্তাবক তৈরি করেও মার্কেটিং বা বাজার গড়ে তুলতে দেখা যাচ্ছে, তা সে সমাজের জন্য যতই ক্ষতিকারক হোক না-কেন।

আগেকার দিনের ভালোবাসা আজকাল অচল হয়ে পড়েছে। তার পরিবর্তে নতুন কিছু একটা করার মানসিকতা ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু নতুন কিছু করার জন্য যে যোগ্যতার দরকার, তা না থাকার ফলে এক বিকৃত মানসিকতা গড়ে উঠেছে। উচ্চ রুচিবোধসম্পন্ন মানসিকতাহীন নতুনত্ব সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। বিগত চারটে দশকে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির নাম করে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা ভুলে গিয়ে আমরা যে-সব কাজ করে চলছি তার কুফল আমাদের নিজেদেরই ভুগতে হচ্ছে। শুধু ভোগ-বিলাস এবং অর্থসর্বস্ব জীবনযাপনের ফলে পরিবারগুলিতে প্রয়োজনীয় উচ্চ রুচিবোধসম্পন্ন মানসিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা যাচ্ছে না। ফলে রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা নৈতিক দিক থেকে উন্নত এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ব্যক্তি কীভাবে গড়ে উঠবে? আধুনিক বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন বর্তমান যুগের যুব প্রজন্মের সাহস, উদ্যম, সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব প্রভৃতির বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ-ভোগই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে পড়ায় স্বর্গীয় প্রেম, অমর প্রেম ইত্যাদি টেলিফোনিক প্রেমে পর্যবসিত হয়েছে। তাছাড়াও এই প্রেম যখন একতরফা হয়ে পড়ছে, এখানে যখন ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বেরও প্রশ্ন উঠছে, তখন এই প্রেম হয়ে দাঁড়ায় ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত। তখন থেকেই 'লাভ জিহাদ' শব্দ দুটি ঘন ঘন উচ্চারিত হতে শুরু করল। যখন লাভ জিহাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হল তখন এখানে নারীর স্বাধীনতা, নারীর মৌলিক অধিকার, নারীর প্রতি বৈষম্য, এমন-কি নারী নির্যাতনের প্রশ্নগুলিও উত্থাপিত হতে লাগল। বাবার বিরুদ্ধে মেয়েকে ফেসবুকে অভিযোগ করতেও দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে এখনকার প্রচার মাধ্যমও একই সঙ্গে উকিল ও বিচারপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। স্বর্গীয় প্রেমকে আদালতের কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হল। এখান থেকেই লাভ জিহাদ শব্দটির উদ্ভব।

আজকাল লাভ জিহাদের বিষয়টি সারা ভারতেই আলোচনার বিষয় হয়ে পড়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার যখন অর্ডিন্যান্স জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত কারাবাসের ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে এবং অসম সরকারের তরফ থেকেও লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হবে বলে ঘোষণা করা হল, তখন থেকে এই বিষয়টি নিয়ে আরও বেশি করে আলোচনা শুরু হল।

লাভ জিহাদের সাধারণ অর্থ, মুসলমান পুরুষ কর্তৃক অমুসলমান মেয়েদের ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য নিয়ে করা ছলনাময় প্রেম। ভারতে জাতীয় স্তরে এই বিষয়টি নিয়ে ২০০৯ সাল থেকেই আলোচনা চলছে। অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রেমের ফাঁদে ফেলে হিন্দু এবং খ্রিষ্টান মেয়েদের ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার এক গভীর ষড়যন্ত্র রচনা করা হয়েছে। কেরলের পুলিশপ্রধান (ডিজিপি) জ্যাকব পুন্নৌজ এ-বিষয়ে সরেজমিন তদন্ত করে এক রিপোর্ট দাখিল করেছেন। ওই রিপোর্টে তিনি বলেছেন, এ-রকম কোনেও ঘটনার খবর নাকি তিনি পাননি। এই রিপোর্টটি পেশ করা হয়েছিল ২০০৯ সালের নভেম্বর মাসে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি কেটি শংকরণ বেশ কয়েকটি অভিযোগের ভিত্তিতে পুন্নৌজের রিপোর্ট খারিজ করে ঘোষণা করেন, বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তনের খবর পাওয়া গেছে। কেরল উচ্চ আদালতের এক রায়ে লাভ জিহাদের ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। লাভ জিহাদে অভিযুক্ত দুই আসামির বিরুদ্ধে এক মামলার শুনানির সময় আদালত জানিয়েছিল, বিগত চার বছরে এ-ধরনের তিন-চার হাজার লাভ জিহাদের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আসলে কেরলের কাচরগোড় জেলা সংলগ্ন মংগোল জেলা থেকে যখন হিন্দু মেয়েরা নিখোঁজ হতে লাগল তখনই সেখানকার লোকজনের মধ্যে হুলস্থুল শুরু হল। ২০০৯ সালে পুলিশ অফিসারের কোয়ার্টার থেকেও একটি মেয়ে নিখোঁজ হয়। তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পারলেন, লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে মেয়েটিকে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়েছে। ওই সময় কর্ণাটক উচ্চ আদালতে নিখোঁজ মেয়েদের আত্মীয়স্বজন একটি 'হেবিয়াস কর্পাস পিটিশন' দাখিল করে। ওই পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্ণাটক উচ্চ আদালত কেরল সরকারকে লাভ জিহাদ সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনার তথ্য আদালতে জমা দেওয়ার আদেশ জারি করে। কেরলেও এমন একটি আবেদন দাখিল করার জন্য কেরল উচ্চ আদালতও একই আদেশ জারি করে। এদিকে কেরলের ডিজিপি জ্যাকব পুন্নৌজ তদন্ত করে কোনও ষড়যন্ত্রের নিশ্চিত প্রমাণ পাননি বলে প্রথমে বললেও পরে অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন, কিছুসংখ্যক যুবক ধর্মান্তরণের লক্ষ্য নিয়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করে চলেছে।

ইতিমধ্যে যে ডিজিপি লাভ জিহাদের ষড়যন্ত্রের কোনও প্রমাণ পাননি বলে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন সেই জ্যাকব পুন্নৌজেরই আত্মীয় একটি মেয়ে লাভ জিহাদের শিকার হয়। তখন থেকেই সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। লাভ জিহাদের বিষয়ে 'জন্মভূমি', 'কেরল কৌমুদি', 'দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' ইত্যাদি পত্রিকায় বহু ঘটনার খবর প্রকাশ করেছিল। ২০০৯, ২০১০, ২০১১ এবং ২০১৪ সালে লাভ জিহাদ সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি হিন্দু, শিখ ও খ্রিষ্টান সংগঠন মুসলমান সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। মুসলিম সংগঠনগুলি এই সব অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করে। কিন্তু নায়ার সার্ভিস সোসাইটি, শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন, হিন্দু একতা, কেরল ক্যাথলিক বিশপসকাউন্সিল ইত্যাদি সংগঠন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছে।

সম্প্রতি ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে লাভ জিহাদ প্রসঙ্গে আলোচনার একটি প্রধান বিষয় হয়ে পড়েছে। কেউ একজন বলেছিল, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ অনেক বেশি বলে নাকি কোনেও এক গবেষণায় জানা গেছে। হতে পারে, তা বলে ধর্ম পরিবর্তনের দরকার কেন? টিভি অথবা সোশাল মিডিয়ায় সাক্ষাৎকারে যে-সব মেয়ে সরাসরি বিবৃতি দিয়েছে তাতে ভারোত্তলনে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রথম স্থানাধিকারী হিন্দু মেয়ের প্রেম বিবাহের পর বলপূর্বক তাঁকে ধর্মান্তরণ, গোমাংস ভক্ষণ অথবা উর্দু-আরবি ইত্যাদি ভাষা শিখতে বাধ্য করার খবরও ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে। তা-হলে আমরা কি এ-কথা ধরে নেব না যে প্রেম অন্ধ বা স্বর্গীয় নয়। দামি বাইক, দামি পারফিউম, দামি পোশাক, দামি মোবাইল, দামি হোটেলে ডিনারের খরচ একেকজন অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মুসলমান যুবকের জন্য কারা সরবরাহ করে সে সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই খবর রাখা উচত। তথাকথিত প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ কিছু মানুষ অযৌক্তিকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে প্রেম বিবাহকে বাধা দেওয়া মানে নারীর স্বাধীনতা হরণ করা। তা-হলে প্রলোভন, ছলনা, ভীতি প্রদর্শন, ভুয়ো পরিচয় ইত্যাদির মাধ্যমে প্রেম-বিবাহ করে বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তন করলে কি নারীর স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে?

বাস্তবে লাভ জিহাদ নামে কোনেও সংস্থা নেই। কিন্তু কেরলে স্মার্ট ফ্রেন্ডসনামে একটি সংস্থা, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই, যে সংস্থার পতাকা নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার প্রত্যন্ত গ্রামের মসজিদেও উড়ানো হয়েছে) ইত্যাদি সংগঠনগুলি প্রচলিত লাভ জিহাদের নেপথ্যে রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এখানে শুধু একটি উদাহরণই যথেষ্ট ২০০৬ সালে ২৫৩০ জন এবং ২০০৭ সালে ২১৬৭ জন মেয়ে নিখোঁজ হওয়ার খবর 'ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব অ্যাডভান্স লিগাল স্টাডিজ' এবং কেরল পুলিশের ক্রাইম ব্যুরো প্রকাশ করে। হয়তো প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়েও বেশি হবে, কারণ অনেক ঘটনার রিপোর্টই হয়নি। কে জানে, নিখোঁজ ওই সব মেয়েদের আইএসআই-এর মতো কুখ্যাত সংস্থায় ভরতি করে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজে লিপ্ত করা হয়েছে কিনা? নাকি মানবদেহের অঙ্গ ব্যবসায় যুক্ত করা হয়েছে, বাকি মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সন্তান জন্ম দেওয়ার যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে কিনা?

২০১০ সালে কর্ণাটক সরকার বলেছিল, যদিও বহু মেয়েকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, তবে সেগুলিকে ধর্মান্তরণের সংগঠিত প্রচেষ্টা বলা যায় না। ২০১৪ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকার তিন মাসের মধ্যে এ-রকম ছয়টি ধর্মান্তরণজনিত অভিযোগের মধ্যে পাঁচটার নাকি কোনেও প্রমাণই খুঁজে পায়নি। কাজেই অসভ্য পুরুষ কর্তৃক বিক্ষিপ্তভাবে এখানে-সেখানে সংগঠি ঘটনাবলিকে ষড়যন্ত্র বলা যেতে পারে না।

২০১৭ সালে কেরল উচ্চ আদালত লাভ জিহাদের ষড়যন্ত্র করে জনৈক মুসলমান ব্যক্তি কর্তৃক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার ঘটনাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করায় সেই মুসলিম পরিবারটি সর্বোচ্চ আদালতে আবেদন করে। এর পর সর্বোচ্চ আদালত লাভ জিহাদ সংক্রান্ত সমসাময়িক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাগুলির তদন্ত করার জন্য জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-কে দায়িত্ব দেয়। সেদিন একটি টিভি চ্যানেলের স্টুডিওয় আমন্ত্রিত অতিথিকে লাভ জিহাদ সম্পর্কে এক প্রসঙ্গ তুলতেই অ্যাঙ্করকে ধমক দিয়ে বললেন, অসমের কোথায় লাভ জিহাদ রয়েছে? আপনারা সম্প্রীতি বিনষ্ট করছেন।

কমলা হ্যারিসের মা ভারতী। যেহেতু কমলা আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি, কাজেই আমাদের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। আর আমাদেরই বোনেরা যখন লাভ জিহাদের শিকার হয় তখন আমাদের মধ্যে কোনও উদ্বেগই দেখা যায় না। এ-ই হল আমাদের স্বভাব।

হিন্দুজাগরণ মঞ্চের সচেতনতা অভিযানের পরও বিগত দেড় বছরে অসমে যে লাভ জিহাদের তথ্য পাওয়া গেছে তা ভাবার বিষয়। প্রাপ্ত তথ্য বলছে, অসমের নলবাড়িতে ২১, মরিগাঁওয়ে ১৮, বরপেটায় ১৯, যোরহাটে চার, শিবসাগরে দুই, একটি করে নগাঁও এবং গোলাঘাটে। ভুয়ো পরিচয় দিয়ে হিন্দু যুবতীদের অপহরণ করে, মৃতের ভান করে তাদের নিয়ে পালিয়ে যাওয়া এবং রহস্যজনক মৃত্যুর খবর সংবাদপত্রে সবিস্তারে প্রকাশ হয়েছে। মেয়েগুলি দাস, মেধি, কলিতা, মিশ্র, রাজবংশী, দেবী, ডেকা, শইকিয়া, বরদলৈ, বোড়ো, তালুকদার ইত্যাদি উপাধির। অপহরণকারী অথবা ভুয়ো পরিচয় দিয়ে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা হল আলি, উদ্দিন, হক, হুসেন, খান, বাদশাহ, ইসলাম। মুসলমান যুবকের স্বর্গীয় প্রেম হিন্দু মেয়েদের সঙ্গে হয় নাকি? তার চেয়েও বড় কথা, স্বর্গীয় প্রেমের জন্য এখানে ভুয়ো পরিচয়ের কেন দরকার হয়? এখানে কি নারীর স্বাধীনতা, অভিব্যক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে? লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে আইন করে প্রেমকে ধর্মীয় রূপ দেওয়া হয়েছে বলে সাম্প্রতিককালে বিতর্ক চলছে। আসলে এই আইন হল বলপূর্বক ধর্ম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এবং পরোক্ষভাবে নারীর স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখার জন্য।

এ প্রসঙ্গে শতাব্দি-পুরনো ইতিহাসের ঘটনার অবতারণা যেতে পারে। ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডি গামা কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি এসে দেখলেন দুই লক্ষ খ্রিষ্টানকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। সপ্তদশ শতাব্দিতে ব্রিটিশরা ভারতে এল। খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচার অর্থাৎ ধর্মান্তরণের সুযোগ লাভ করে ১৮৩৬ সালে ভারতে ব্রিটিশর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়। এর পর খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে প্রথমবারের জন্য বোম্বাইয়ের (অধুনা মুম্বাই) পার্শিরা আদালতে আবেদন জানান। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ওই আবেদনে কোনেও গুরুত্বই দেয়নি। অবশেষে ১৯৪০ এবং ১৯৫০-এর দশকে বেশ কয়েকজন স্থানীয় রাজা ধর্ম পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেন। স্বাধীন ভারতে বহু চেষ্টা করেও আইন প্রণয়ন করা যায়নি। ১৯৫৪ সালে একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যদি সেই আইন গৃহীত হতো, তা-হলে মিশনারি কর্তৃক ধর্ম পরিবর্তনের জন্য পঞ্জিকরণ করতে হতো। কিন্তু আইনটি গৃহীত হয়নি। ১৯৬০ সালে হিন্দু ধর্মের পশ্চাদপদ তথা তফশিলি জাতি, ইহুদি, পার্শি, ইসলামধর্মীদের ধর্ম পরিবর্তন করার বিরুদ্ধে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। বলপূর্বক ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে প্রথম আইন প্রণয়ন করেছিল ওড়িশা (১৯৬৭ সালে) এবং মধ্যপ্রদেশ (১৯৬৮ সালে)। তার পর ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য অরুণাচল প্রদেশে ১৯৭৮ সালে আইন প্রণয়ন করা হয়। ২০০২ সালে বলপূর্বক ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে তামিলনাডুতে যদিও একটি আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, কিন্তু ২০০৪ সালে সেই আইন খারিজ করা হয়। ২০০৩ সালে গুজরাতে, ২০০৬ সালে হিমাচলপ্রদেশে এবং ২০০৮ সালে উত্তরাখণ্ডে এই আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এখনও তা বলবৎ রয়েছে।

১৯৭৭ সালে মধ্যপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করে রেভারেন্ড স্ট্যালিনস্লাস নামের এক পাদ্রি সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন। সুপ্রিমকোর্ট ওই মামলার রায়ে বলেছিল, যেহেতু ধর্ম পরিবর্তন মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে না, কাজেই রাজ্য সরকার নিজস্বভাবে আইন প্রণয়ন করতে পারে। ইতিমধ্যে ওড়িশা, গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং অরুণাচল সহ মোট নয়টি রাজ্যে বলপূর্বক ধর্মান্তরণ-বিরোধী আইন বলবৎ হয়েছে। এটি রাজ্যের অধিকার, সুতরাং উত্তরপ্রদেশ বা অসম সরকারকেও আইন প্রণয়ন করার অধিকার ভারতের সংবিধান দিয়েছে। কাজেই তথাকথিত সেকুলার প্রগতিশীলদের যুক্তিতেই নারীর স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের আইন প্রণয়ন করা দরকার বলে দাবি করা উচিত। বলপূর্বক যে-কোনও বিষয়, তা-সে ধর্মান্তরণই হোক কিংবা বিবাহ, সভ্য প্রগতিশীল সমাজ মেনে নিতে পারে না।

তাছাড়াও যদি এই কাজ ষড়যন্ত্রমূলক বা চক্রান্ত বলে রাষ্ট্রদ্রোহের উদ্দেশ্যে করা হয়, তা-হলে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আইনের দ্বারাই তা রোধ করতে হবে। তা না-হলে ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হলে কোনও আইন বা আদালতই তার সমাধান করতে পারবে না। সেজন্যই প্রেম বন্ধনের জন্য সরকারি আইনের অতি প্রয়োজন। সুতরাং অতি শীঘ্র আইন প্রণয়ন করে তা কার্যকর করা-ই হল সময়ের আহ্বান।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজের প্রার্থিত্ব নিশ্চিত করতে আজমল সকাশে একশো জনের দল

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ করিমগঞ্জে এআইইউডিএফ-এর টিকিটপ্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে বর্তমান বিধায়ক আজিজ আহমদ খান এবং দলের জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদারের মধ্যে বেশ কিছুদিন থেকে ঠাণ্ডা লড়াই চলছিল। এতদিন এই লড়াই তোষের আগুনের মতো চাপা থাকলেও, এবার তা ধীরে ধীরে দাবানলের রূপ নিতে চলছে। দলের কেন্দ্রীয় ও জেলা স্তরের একটি প্রভাবশালী মহল ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলা সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদারকে দক্ষিণ করিমগঞ্জে প্রার্থী করতে উঠে-পড়ে লেগেছে। বিদ্যমান বিধায়ক আজিজ খানের বিকল্প হিসেবে আগামী নির্বাচনে আজিজুর রহমান তালুকদারের নাম প্রকাশ্যে আসতেই দলের ভিতরে দুটি লবি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, দলীয় সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমলের কাছে বিধায়ক আজিজ খানের হয়ে সুপারিশ করতে একশো জনের একটি দল গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। তবে দল-প্রধানের সঙ্গে কোনও দল যে গুয়াহাটি গিয়েছে সে খবর নাকি জেলা কমিটি জানে না। দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিভিন্ন পঞ্চায়েত কমিটির পদাধিকারী পরিচয় দিয়ে আজমল সাক্ষাৎপ্রার্থী দলটি আদৌ দলীয় না বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের অনুগামী, এ নিয়ে সন্দিহান দলের জেলা নেতৃত্ব।

সম্প্রতি বরাক সফরে এসে এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমল বদরপুরের কর্মীসভায় নিশ্চিত করেছিলেন, গত বিধানসভা ভোটে পরাজিত দলীয় প্রার্থী আব্দুল আজিজকে ২১-এর নির্বাচনেও বদরপুরে প্রার্থী করা হবে। কিন্তু দক্ষিণ করিমগঞ্জের জন্য প্রার্থিত্বের বিষয়ে সাসপেন্স রেখে গিয়েছিলেন তিনি। বারইগ্রামে অনুষ্ঠিত কর্মীসভায় এই আসনে (দক্ষিণ করিমগঞ্জ) দলীয় প্রার্থিত্ব নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি বদরউদ্দিন। এতে বিধায়ক আজিজ খান শিবিরে দুঃশ্চিন্তার পারদ চড়তে শুরু করে। এরই মধ্যে চলতি মাসের ৭ তারিখ রাতে বিধায়ক আজিজের গৃহগ্রাম ফারমপাশায় দলের কেন্দ্রীয় এবং জেলা স্তরের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা কমিটির সভাপতি আজিজুর রহমান তালুকদারকে প্রার্থিত্ব দেওয়ার দাবি প্রকাশ্যে আসতেই বিধায়ক আজিজ খান শিবিরে রাজনৈতিক সুনামি আছড়ে পড়ে। বিধায়ক আজিজ আহমদ খান নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যত সুনিশ্চিত করতে তড়িঘড়ি তৎপরাতা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত উপায়ন্তর না দেখে দলীয় সুপ্রিমো বদরউদ্দিন আজমলের কাছে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠিত করতে বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ বড়সড় একটি দল তিনটি নাইট সুপার ও চারটি বলেরোয় দিশপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছে। গুয়াহাটি সফরকারী দলে এআইইউডিএফ-এর বিভিন্ন জিপি ও যুব কমিটির পদাধিকারীরা রয়েছেন বলে জানা গেছে। তবে এ-বিষয়ে কিছুই অবগত নয় দলের জেলা কমিটি।

গোয়ালপাড়ার রংজুলিতে সড়ক দুর্ঘটনা, হত এক, আহত মহিলা ও শিশু সহ দুই

গোয়ালপাড়া (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার রংজুলিতে ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন মহিলা ও শিশু সহ দুজন। নিহতকে টিপলাই বনগাঁওয়ের জনৈক অসীম পাটগিরি (৩৩) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাতে রংজুলি রেঞ্জ ফরেস্ট কার্যালয় সংলগ্ন ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। সড়কে এএস ০১ এলসি ২১২৬ নম্বরের পণ্যবাহী একটি মিনি ট্রাকের পেছনে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে এএস ২৬এ ৭৬৫২ নম্বরের দাতসান গো্ মডেলের এক গাড়ি। প্রবল সংঘর্ষে দাতসান গাড়ি রাস্তার পাশে দেওয়ালে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এছাড়া মিনিট্রাকও রাস্তায় ডিগবাজি খেয়ে পাশের খাদে উলটে পড়ে। সংঘর্ষের পর পুলিশ এসে সব আহতকে উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ নিয়ে যায় রংজুলি হাসপাতালে।

রংজুলি হাসপাতাল থেকে গুরুতর আহত অসীম পাটগিরিকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সে অনুযায়ী তাঁকে নিয়ে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেও মাঝপথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্যদিকে পণ্যবাহী মিনিট্রাকের দুই আরোহী মহিলা এবং শিশু আহত হয়েছে। তাদের রংজুলি হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

দিল্লি দূষণ রোধে সরকারি সংস্থাগুলিকে একযোগে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান প্রকাশ জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লির দূষণ রোধে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান করলেন কেন্দ্রীয় পরিবেশ, তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর। এই সকল প্রতিষ্ঠান যাতে বর্জ্য সংগ্রহ এবং ধ্বংস করার জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন করে সেই আহ্বান করেছেন তিনি।

ছয়ের পাতায়

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DISTRICT MUNICIPAL ELECTION
OFFICER (DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR) WEST TRIPURA, AGARTALA
FORM- B
(See rule 3,3A and 4)

No. 23(1)DM/W/M/El/201 Dated the 10th December, 2020.

ORDER

WHEREAS in pursuance of sub-rule 3 and rule 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994 read with Section 12 of the Tripura Municipal Act, 1994, the undersigned as prescribed authority had published the draft Delimitation of Constituencies (Wards) indicating the seats reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Women for Election to the Jirania Municipality vide No. F. 23(1)/DM/W/M/Elec/117 dated 26th November, 2020 and in accordance with the provisions of rule 4 of the aforesaid Rules invited objections/suggestions, if any, in respect of the said draft Delimitation and determination of reserved seats so published from any person or Institution or any other interested party;

AND

WHEREAS the said draft Delimitation of Constituencies (Wards) including reservation of seats of Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Women of Jirania Municipality was published in the Tripura Gazette on 26th November, 2020; AND WHEREAS all the objections/suggestions received in relation to the said draft within the stipulated period from 27-11-2020 to 03-12-2020 were considered by the undersigned for finalisation of the Delimitation of the Constituencies (Wards) and reservation of seats for Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Women.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 3 and 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994 read with Section 12 of the Tripura Municipal Act, 1994, I hereby divide and determine the Jirania Municipality into wards in accordance with the provisions of the aforesaid Act and the said rules indicating in the Schedule below the name of the Municipality in column (2) number of constituency in column (3) the extent of constituency in column (4) constituency or constituencies reserved for SCs and STs in column (5) and constituency or constituencies reserved for Women in column (6) of the said Schedule.

FORM - "B"

THE SCHEDULE

Name of Municipality	Number of Members to be elected to Municipality	Number of Constituency	Extent of the Constituency					Constituency reserved for SC & ST		Constituency reserved for Women		
1	2	3	4					5		6		
			Sub-Division	TK	Revenue Mouja	Name of Para	Description of boundary	SC 5(a)	ST 5(b)	SC 6(a)	ST 6(b)	Unreserved (UR) 6(c)
JIRANIA MUNICIPALITY	11	1	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1-Barjala 2-Jirania Colony (Paschim)	North-Paschim Barjala ADC Village South-Jirania Railway Track & JNP ward No-10 East-NIT Agartala Road via Mandai road West-Barjala Binapani GP	-	-	-	-	UR(W)
		2	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1-Dushmanta Narayan Para (Uttar) 2- Subhashnagar (Paschim) 3-Dushmanta Narayan Para (Dakhinangsha) 4-Dushmanta Narayan Para (Paschimangsha) 5- Subhashnagar (Madhyangsha)	North-NIT Agartala road-Mandai road (right side) South-NIT Agartala Road to Subhashnagar road East-JNP ward no. 7 (Subhashnagar road) West-NIT Agartala road and JNP ward No. 10	SC	-	SC(W)	-	-
		3	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1-Jirania Colony (Uttar) 2-Subhash Nagar 3-Dushmanta Narayan Para 4-Jirania Colony (Purba) 5-Jay Krishna Kobra Para 6-Officer Tila 7- Ram Rahim Para	North-SN Colony GP South-Jirania Railway Track Line East-Mandai road, Natun Kuri Bidhyapith West-Mandai road to Dasi para road (JNP ward no. 2)	SC	-	-	-	-
		4	Jirania	Purba Barjala	Purba Barjala	1-Kathalbagan 2- Ranir Bazar 3- School Tilla 4- 3-Card 5-Bidyanagar Colony 6-Subha Sundar Colony 7-Kathal Bagan	North-Mandai road and SN Colony GP South-Jirania Railway Track Line and Bidyanagar Colony Chowmuhani to Muslim Para East-Purba Barjala GP West-Mandai road to school tila CC road	SC	-	SC(W)	-	-
		5	Jirania	Purba Barjala	Purba Barjala	1-Kalimura 2- Noabadi	North-Jirania Railway Track Line South-Subhashnagar Road (JNP ward No. 6) East-Purba Barjala GP & Dhanni Chara river West-Subhashnagar road (JNP ward No. 6)	-	-	-	-	-
JIRANIA MUNICIPALITY		6	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1- Subhashnagar (Purbangsha) 2- Bankimnagar 3-Subhash Nagar 4- Kalimura 5- Madhya Para (Purba Dakhinangsha) 6- Block Chowmuhani (Paschimangsha)	North-Jirania Railway Track Line South-NH-8 & JNP ward No 9 East-Kalimura road & JNP ward no 5 West-Subhashnagar road to JNP CC road	-	-	-	-	UR(W)
		7	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1- Block Chowmuhani 2- Netaji colony 3- Purba Block Chowmuhani 4-Joynagar (Dakhin)	North-Jirania R D Block South-Howrah river East-Joynagar GP West-NH-8 & JNP ward No 9	-	-	-	-	-
		8	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1- Jirania (Paschim) 2- Baidya Thakur Para 3- Pal Para 4- Chitta Ranjan Palli	North-Dushmanta Narayan Para & JNP ward no 2 South-Howrah river East-Jirania Bazar road to Subhash nagar road West-NH-8 road to Jirania Paschim Gali road	-	-	-	-	UR(W)
		9	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1-Jirania Bazar 2- Madhya Para 3- Nikhil Colony 4- Paschim Madhya Para	North-JNP ward no 2 south-Howrah river East-NH-8 to Madhya Para-Subhashnagar road West-NH-8 to Chowdhury Bari HS School road	-	-	-	-	-
		10	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1- Barjala 2- Barjala (Paschim Dakhinangsha) 3- Barjala (Paschim)	North-Jirania Railway Track Line South-NIT Agartala road to Barjala Gali road & JNP ward no 11 East-NIT Agartala Road West-Barjala Binapani GP	-	ST	-	-	-
		11	Jirania	Jirania	Bankimnagar	1- Kalin Chand Kobra Para, 2- Jirania (Paschim)	North-NIT Agartala road to Barjala road (JNP ward no. 10) South-NH-8 (Both side) East-NIT Agartala road West-Barjala Binapani GP	-	-	-	-	-

ICA/D-1036/2020-21

District Municipal Election Officer
(District Magistrate & Collector)
West Tripura District

কৃষকদের নিয়ে জন আন্দোলনের হুঁশিয়ারি আন্না হাজারের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): বিক্ষোভরত কৃষকদের সমস্যা কেন্দ্র যদি সমাধান না করে তবে দেশজুড়ে জন আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার এই ভাষাতেই কেন্দ্রীয় সরকারকে হুশিয়ারি দিলেন বরিষ্ঠ সমাজকর্মী আন্না হাজারে।

বৃহস্পতিবার তিনি জানিয়েছেন, লোকপাল আন্দোলনের মাধ্যমে সেই সময়ের কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের ভিত নাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে কৃষক আন্দোলনও সেই দিকে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত বনধের দিন নিজের গ্রাম রালেগান সিদ্ধিতে নিজের মতন করে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন বলে দাবি করেন তিনি। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে আন্না হাজারে জানিয়েছেন, বিক্ষোভরত কৃষকদের চাহিদা যদি কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ না করে তাহলে লোকপাল আন্দোলন এর মতই দেশজুড়ে জন আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে। এদিন আন্না হাজারে স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে তিনি নিজে এই আন্দোলনকে নেতৃত্ব দেবেন। দেশের অগ্রগতিতে কৃষকদের ভূমিকার উপর আলোকপাত করে আন্না হাজারে জানিয়েছেন, যে দেশ কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল সেই দেশের উচিত কৃষকদেরও প্রতি কোনরকমের আইন আরোপ না করা। কিন্তু সরকার যদি তেমন করে তবে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হওয়াটা ন্যায্য। দিল্লির সীমান্তে যে আন্দোলন হচ্ছে তা অহিংস ভাবে হওয়া উচিত। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ মেনে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্তবর্তী এলাকায় বিক্ষোভ অবস্থান অব্যাহত রেখেছে কৃষকরা। কেন্দ্রের দেওয়া সংশোধনের খসড়া প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে চলেছে কৃষক সংগঠনগুলির। আগামী দিনে এই আন্দোলনের ফলে দিল্লির সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

চিনা আগ্রাসন রুখতে জাপানের সঙ্গে সামরিক সম্বন্ধে আরও সুদৃঢ় করল ভারত

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের পর থেকে ভারত ক্রমাগত নিজের সামরিক শক্তি বাড়িয়ে চলেছে। এরইমধ্যে বন্ধুরাষ্ট্র জাপানের সঙ্গে সামরিক গাঁটছড়া আরো বেশি সুদৃঢ় করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ভারত। সেই লক্ষ্যে দুই দেশের মধ্যে সামরিক মহড়া আরও বাড়ানো হবে। ভারত সফররত জাপানের এয়ার সেল্ফ ডিফেন্স ফোর্স (জাপানি বায়ুসেনা) এর চিফ অফ স্টাফ ইজুতসু সুঞ্জি সঙ্গে বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন ভারতের বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আরকেএস ভাদুরিয়া।

দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে যৌথ মহড়া, প্রশিক্ষণ সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনা তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে দুই দেশের মধ্যে সামরিক মহড়া ও প্রশিক্ষণ ছাড়া বিপর্যয়ের সময় ঝাঁপিয়ে পড়া এবং বিভিন্ন মানবিক সংকট এর সময় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি দুই দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সম্পর্কের যে উন্নতি হয়েছে তাও বৈঠকে উঠে এসেছে। দুই দেশ যেভাবে করোনা সঙ্কটে কাজ করে গিয়েছে সামরিক ক্ষেত্রে তা প্রশংসনীয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি মালাবার উপকূলে অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া করে জাপান ও ভারত। এরপর জাপানি বায়ু সেনা প্রধানের ভারতের সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে সামরিক বিশেষজ্ঞরা।

শহিদদের মহান ত্যাগকে উপযুক্ত সম্মান জানিয়ে শক্তিশালী অসম গড়ার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : শহিদরাই প্রকৃত জাতীয় নায়ক। তাঁদের মহান ত্যাগকে উপযুক্ত সম্মান জানিয়ে অসমের ভবিষ্যত গড়তে হবে আমাদেরই। বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলে বসবাসকারী বৃহত্তর অসমিয়া সমাজের জন্য আমাদের সম্মিলিতভাবে কাজ করে যেতে হবে। গুয়াহাটিতে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

বৃহস্পতিবার অসমে পালিত হয়েছে শহিদ দিবস। এ উপলক্ষ্যে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, মন্ত্রী কেশব মহন্ত, সাংসদ কুইন ওজা, মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, আইন উপদেষ্টা শান্তনু ভরালি, বিধায়ক তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতা প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে অসম আন্দোলনে শহিদদের পূণ্য স্মৃতিতে গুয়াহাটির পশ্চিম বরাগাঁওয়ে প্রস্তাবিত শহিদ স্মারক ও শহিদ উদ্যানের নির্মাণকার্যের সূচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর খানাপাড়ায় অসমচুক্তি রূপায়ণ দফতর প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনের তথ্য সংবলিত অসমিয়া ভাষায় রচিত 'উকমুকনির পরা উদগীরণলৈ' শীর্ষক 'অসম আন্দোলনর তথ্যকোষ'-এর প্রথম খণ্ডের উন্মোচন করেছেন তিনি। এই দুই কার্যক্রমের আগে সকলকে সঙ্গে নিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন সনোয়াল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বীর শহিদদের স্বপ্ন পূরণ করতে অসমিয়া জাতির জাতীয় জীবনের মান-সম্মান, স্বাভিমান রক্ষা করে সরকারকে দিবারাত্র কাজ করে যেতে হবে। শহিদদের চরম ত্যাগকে সম্মান জানিয়ে অসমের ভাষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করতে প্রত্যেক অসমিয়াকে নিষ্ঠা সহকারে নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।এছাড়া, রাজ্যে বিরাজমান শান্তি-সম্প্রীতি, সমন্বয়কে আরও মজবুত করতে আজ শহিদ দিবসের পবিত্র মুহূর্তে সকলকে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। বলেন, ২০১৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বীর শহিদদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বৃহত্তর অসমিয়া সমাজকে ভারতবর্ষের অন্যতম এক শক্তিশালী সমাজ হিসেবে গড়ে তুলতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিম বরাগাঁওয়ে নির্মীয়মাণ শহিদ স্মারক এবং শহিদ উদ্যান দেশ-বিদেশের পর্যটককেও আকর্ষিত করবে। এই স্মারক উদ্যান নবপ্রজন্মের মধ্যে জাতীয় চেতনা এবং জাতীয় চরিত্র গঠনে বিশেষ ভূমিকা নেবে।অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন অর্থ-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পূর্তমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, সাংসদ কুইন ওজা। স্বাগত ভাষণ দিয়েছেন মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া।

করিমগঞ্জে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন সিপিআইএম-এর

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন করল সিপিআইএম-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটি। এ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার কালীবাড়ি রোডে দলের জেলা কার্যালয়ের প্রভাংশু দত্ত মেমোরিয়াল হল-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সিপিআইএম-এর করিমগঞ্জ জেলা সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য কৃপেশ দাশগুপ্তের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত আলোচনার বিষয় ছিল 'মানবাধিকারের সঙ্কট ও উত্তরণ'। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য তরুণ গুহ এবং রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির সদস্য নির্মল দে। উভয় বক্তা সভায় ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার প্রসারের দিক নিয়ে আলোকপাত করেন। দাস সমাজে স্পার্টাকুসের নেতৃত্বে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকারের লড়াই, প্রাচীন ইউরোপে মানবতার প্রসারে সক্রেটিসের আত্মবলিদান, ইউরোপের নবজাগরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যেমন মানবাধিকারের অধিকার প্রসার হয়েছিল, তেমনি ভারতবর্ষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সংস্কার আন্দোলনই অধিকার আন্দোলনের সূত্রপাত ছিল।

প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে তরুণ গুহ বলেন, মানবাধিকারের ওপর আক্রমণ সব দেশেই আসে শাসকদের পক্ষ থেকে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নির্মল দে বলেন, শাসকেরা অধিকারের একটা বাহ্যিক পসরা সাজিয়ে রাখে। কিন্তু তার রাশ নিজেদের হাতেই রেখে দেয়। এ প্রসঙ্গে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্লড স্ট্রিট আন্দোলনের কথাও টেনে আনেন। বলেন সেই আন্দোলনের স্লোগান ছিল পৃথিবীর সম্পদ এক শতাংশ মানুষের জন্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি চলমান কৃষক আন্দোলনের উদাহরণ টেনে বলেন, ধনিক শ্রেণি মুনাফার লোভে মানবাধিকারের ওপর বারবারই আঘাত হানে, যা বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত হচ্ছে।

আলোচনা সভায় জেলা কমিটির বিভিন্ন স্তরের পদাধিকারীগণ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ-র জেলা সভাপতি পরিতোষ দাশগুপ্ত, সিপিআইএম-এর জেলা কমিটির সম্পাদক ধর্মদাস চক্রবর্তী, অরুণ দত্ত প্রমুখ।

বিস্তৃত টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্পে অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমের দুটি জেলার জন্য ২০২৯ কোটি টাকা মঞ্জুর

গুয়াহাটি (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিস্তৃত টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প (সিটিডিপি)-এ আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার অরুণাচল প্রদেশ এবং অসমের দুটি জেলার জন্য তহবিল মঞ্জুর করেছে। এই প্রকল্পটি ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্প অনুসারে, ২,৩৭৪টি অনাবৃত গ্রামে ওই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এই প্রকল্প বলে অসমের কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলায় ৬৯১টি এবং অরুণাচল প্রদেশে ১,৬৮৩টি অনাবৃত গ্রামে মোবাইল সংযোগ স্থাপন করা হবে। এই কাজ সমাপ্ত করতে ২,০২৯ কোটি টাকা খরচ হবে। এতে পাঁচ বছরের জন্য পরিচালনগত খরচও যুক্ত রয়েছে।

সিটিডিপি-এর আওতায় অনাবৃত গ্রামগুলিতে ফোর-জি (৪ও) মোবাইল পরিষেবা প্রদানে বর্তমান ইউএসএফ অনুসারে নিলাম করা হবে। প্রসঙ্গত, মোবাইল পরিষেবা স্থাপিত হলে অরুণাচল প্রদেশ ও অসমের প্রত্যন্ত গ্রাম এবং দুর্গম অঞ্চলে ডিজিটাল সংযোগ বাড়বে, যা স্বনির্ভরতা, শেখার সুযোগসুবিধি, তথ্য ও জ্ঞান প্রচার, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং ই-বাণিজ্য সহ অন্যান্য সুবিধাগুলি কার্যকর হবে। এই যোজনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গার্হস্থ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল ভারতের স্বপ্ন পূরণে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে, এটি স্বনির্ভর ভারতের লক্ষ্যগুলিও পূরণ করবে।

এবিভিপি অধিবেশনে গুরুত্ব দেওয়া হবে করোনামুক্ত স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও আত্মনির্ভর ভারতের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) আগামী অধিবেশনে গুরুত্ব দেওয়া হবে করোনা স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপায়, আত্মনির্ভর ভারত, বর্তমান সামাজিক অবস্থা প্রভৃতির ওপর।

প্রতি বছরের মত এ বছরেও রাষ্ট্রীয় অধিবেশন করবে। সংগঠনের ৬৬-তম অধিবেশন হবে ২৫ ও ২৬ ডিসেম্বর। অনুষ্ঠিত হবে মহারাষ্ট্রের নাগপুরস্থিত আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা ডা: কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের স্মৃতিমন্দির প্রাঙ্গণ রেশমবাগে।এবিভিপি-র (দক্ষিণবঙ্গ) রাজ্য সম্পাদক সুরঞ্জন সরকার বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়ে বলেন, "এবারে রাষ্ট্রীয় অধিবেশন শারীরিক উপস্থিতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট, তেমনি আবার ভার্চুয়াল ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়। করোনা পরিস্থিতির সকল বিধিকে মান্যতা দিয়েই এবছরের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। মহারাষ্ট্র সরকারের অনুমতিক্রমে সমগ্র দেশ থেকে প্রতিনিধির সংখ্যা হবে ২০০জন। দেশের প্রায় ৪০০০ শাখাতে ভার্চুয়াল যোগাযোগ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে রাষ্ট্রীয় অধিবেশন দেখানোর ব্যবস্থা করা হবে। এটা এবছরের লক্ষ্যমাত্রা।

অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার আগেই প্রতিনিধিদের করোনাভাইরাস এর পরীক্ষা করা হবে। এবছরের রাষ্ট্রীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী সূত্রে প্রধান অতিথি উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সর-কার্যবাহ মাননীয় ভাইয়াজী যোশী। প্রতি বছরের মত এ বছরও রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে বর্তমান সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রস্তাব পাস করা হবে। এ বছরের প্রস্তাবের বিষয়ে শিক্ষা বিষয়ক,

রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদনে বিগত বছরের সমস্ত দেশের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হবে। এছাড়াও সামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য যশমন্ত রাও কেলকর পুরস্কার দেওয়া হবে। সর্বভারতীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।'

মহামারীর মধ্যে পড়ুয়াদের নিরাপত্তা ও শিক্ষা সুনিশ্চিত দুটোই সমান ভাবে জরুরি : কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে পড়ুয়াদের শিক্ষা এবং নিরাপত্তার দিকটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পক্রিয়াল নিশাংক।

এদিন ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পড়ুয়া ও তাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, লকডাউন এবং করোনা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ুয়ারা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে তা দ্রুত সমাধান করা হবে।

বিভিন্ন রাজ্যে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও স্কুল খোলা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, কম সংখ্যক পড়ুয়াদের নিয়ে ১৭ রাজ্য ইতিমধ্যেই স্কুল খুলে দিয়েছে। স্কুল খোলার বিষয়টা রাজ্য সরকারের ওপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পড়ুয়াদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার জন্য পাঠ্যসূচির থেকে ৩০ শতাংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে। বর্তমান মহামারী পরিস্থিতির মধ্যে যে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছে পড়ুয়ারা তার সমাধানের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্র। এদিনের আলাপচারিতা শিক্ষামন্ত্রী এও স্পষ্ট করে দিয়েছেন ২০২১ সালের নিট পরীক্ষা হবে।

বিক্ষোভরত কৃষকদের দাবি বিবেচনা করুক কেন্দ্র : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লির সীমান্তে বিক্ষোভরত কৃষকদের সমস্যা দূর করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। দেশে অস্থিরতা এবং অরাজক পরিস্থিতি যারা তৈরি করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া উচিত কেন্দ্রের। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত।

বুধবার কেন্দ্রীয় খাদ্য, ক্রেতা এবং গণবন্টন মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রাওসাহেব দানভে জালনায় এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দাবি করেছিলেন দিল্লির সীমান্তে যে কৃষক আন্দোলন হচ্ছে তা আদতে চিন এবং পাকিস্তানের চক্রান্ত। এই ধরনের আন্দোলন এর আগেও হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউতকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাওসাহেব দানভের দাবি গুরুতর। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সমস্ত ধরনের গোপন খবর রয়েছে। ফলে রাওসাহেব দানভের বক্তব্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর প্রধানের উচিত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া। চিন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করা উচিত। তীব্র শীতের মধ্যে কৃষকরা আন্দোলন করে চলেছে। তাদের দাবিগুলি যত্নসহকারে পূরণ করা উচিত।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী বাচ্চু কড়ু জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ডিএনএ পরীক্ষা করে দেখা উচিত। শাভিমানি শ্বেতকারি (কিষান) সংগঠনের সভাপতি রাজু শেট্টি জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই ধরনের বয়ান বেদনাদায়ক। দেশের কৃষকরা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে। এর আগেও বিক্ষোভরত কৃষকদের সন্ত্রাসবাদি এবং মাওবাদী হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। কৃষকদের ক্ষতের ওপর নুন ছিটান হচ্ছে।

গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মঘাতী শুয়ালকুচি কলেজের ইতিহাস অধ্যাপক

গুয়াহাটি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন শুয়ালকুচিতে বুধরাম মাধব সত্রাধিকার মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক রাজীবলোটন দত্ত। আজ বৃহস্পতিবার সকালে গুয়াহাটির বশিষ্ঠ থানার অন্তর্গত গেম ভিলেজ সংলগ্ন ফ্ল্যাটে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন পত্নী এবং এক বছরের এক ছেলে।বশিষ্ঠ থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ সকালেই তিনি তাঁর ফ্ল্যাটে আত্মহত্যা করেছেন। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রাথমিক এনকুয়েস্ট করেছে। পত্নীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে তার ময়না তদন্ত করতে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে, জানিয়েছেন পুলিশ অফিসার। তিনি জানান, অধ্যাপক রাজীবলোচন দত্তের আত্মঘাতী হওয়ার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি।এদিকে অধ্যাপক আত্মহত্যা করেছেন বলে খবর পেয়ে বুধরাম মাধব সত্রাধিকার মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী এবং পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দিল্লির সীমান্তে কৃষক বিক্ষোভ অব্যাহত, সতর্ক পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্তের সিংঘুতে কৃষক বিক্ষোভ আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। বিক্ষোভরত কৃষকদের লক্ষ্য ১৪ ডিসেম্বরের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলা। সেই লক্ষ্যে জমায়েত ক্রমাগত বেড়ে চলেছে এখানে। ফলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সীমান্ত। যানজটের কারণে দুর্ভোগের মুখে পড়েছে সাধারণ মানুষ। বিক্ষোভরত কৃষকরা যাতে কোনওভাবেই দিল্লির ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য আগামী দিনেও সীমান্ত বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে দিল্লির ট্রাফিক পুলিশ।

বৃহস্পতিবার দিল্লি ট্রাফিক পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সিংঘু, আওচন্ডী, পিয়াও মনিয়ারী, মঙ্গেশপুর সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়ক পুরোপুরি বন্ধ। হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্ত লাগোয়া টিকরি, ধানসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পণ্যবাহী যান চলাচলের জন্য ঝারোডা সীমান্তের একাংশ খোলা রয়েছে। জাতিক্রা সীমান্ত শুধুমাত্র দুই চাকার বাহন এবং পথচারীদের আনাগোনার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ আরও বেশি ঘনীভূত হয়ে যাওয়ার কারণে পুলিশি প্রহরা সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। যানজট এড়ানোর জন্য পণ্যবাহী যান ও অন্যান্য যাত্রীবাহী বাহনগুলিকে অন্যত্র ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কোটি কোটি টাকা লোকসান হয়ে গেল

গত ১৮ মার্চ শেষ শুটিং করেছেন তানজিন তিশা। পরদিন থেকেই ঘরবন্দী। এক মাসেরও বেশি সময় হয়ে গেল। এত দীর্ঘ সময় একটানা ঘরে থাকার অভ্যাস নেই তাঁর। তাই ঘরে বসে প্রতিদিনই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন তিনি। সময় পার করতে বাসায় নানা ধরনের কাজে নিজেকে যুক্ত করছেন তিশা। সময় করে প্রতিদিন নাটক, সিনেমাও দেখছেন। একঘেয়েমি জীবনে বিরক্তবোধও করছেন এই অভিনেত্রী।এক মাসেরও বেশি সময় ঘরে। সময় কীভাবে পার করছেন ?শেষ শুটিং করেছি 'ব্রেকআপ লিস্ট ২' নামে একটি নাটকের। এরপর থেকেই ঘরে ঢুকে গেছি। প্রথম দিকে বাসায় রান্না শেখার চেষ্টা করেছি। আমার জুতা সংগ্রহ বেশি। অভিনয় করার কারণে প্রচুর কস্টিউম। শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে সবকিছু এলোমেলো ছিল। জুতা, জামাকাপড় গোছানো শুরু করেছি। এখনো চলছে। নিজের ঘর নিজেই পরিষ্কার করছি প্রতিদিন। পাশাপাশি আধা ঘণ্টা করে জিম করি। সিনেমা, ওয়েব সিরিজ দেখি। বই পড়ার চেষ্টা করছি। আগে যেসব পরিচিতজনদের সঙ্গে কথা হতো, তাঁদের সঙ্গেও ফোনে কথা বলে নিজেকে হালকা রাখার চেষ্টা করছি।কী ধরনের সিনেমা দেখছেন ?হলিউড, বলিউডের থ্রিলার রকমের মুভি ও সিরিজ দেখছি। আমাদের দেশের প্রচুর নাটকও দেখা হয়েছে এ কদিনে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে, এই দুর্যোগ, মহামারির দিনে একটু রোমান্টিক, একটু কমেডি ধাঁচের মুভি, সিরিজ দেখা উচিত। ভাবছি এখন থেকে দেখব।ঘরে থাকার সময়টা আরও দীর্ঘ হতে পারে নতুন কিছু শেখা বা করার আগ্রহ হচ্ছে না ?হ্যাঁ, এর মধ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ছোটবেলা থেকে গিটার বাজানোর খুব ইচ্ছা ছিল, হয়নি। এখন যেহেতু সময় পাচ্ছি, তাই গিটারটা শিখব। মার্কেট বন্ধ। কেনার সুযোগ নেই। দুই বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা গিটার ব্যবস্থা করে দেবে। পাশাপাশি নিজের ইউটিউব চ্যানেলটির দিকে গুরুত্ব দিচ্ছি। অনেক আগেই চ্যানেলটি খুলেছি কিন্তু এত দিন সচল ছিল না।প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠে ঘরের মধ্যে একইভাবে সময় কাটছে, বিরক্ত লাগছে না ?গত তিন চার দিন হলো খুব বিরক্ত হচ্ছি। আগে শুটিং করতে করতে টায়ার্ড হতাম, এখন ঘরে থাকতে থাকতে টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছি। আরও কত দিন এভাবে ঘরেই থাকতে হবে তা কে জানে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজে বাঁচতে হলে, পরিবারকে বাঁচাতে হলে এভাবেই ঘরে থাকতে হবে।করোনাভাইরাস নিয়ে আপনি কতটুকু আতঙ্কবোধ করছেন ?যখন আমাদের এখানে ধরা পড়ল, তখন ততটা গুরুত্ব দিইনি। ভাবছিলাম কয়েক দিন পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কিন্তু দিন দিন বিস্তার বেড়েই চলেছে। এতে নিজের মধ্যে আতঙ্কটা বেড়ে গেছে। সবচেয়ে বড় আতঙ্ক এর কোনো ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তাই বাসায় পরিবারের সবাইকে নিয়ে করোনা প্রতিরোধের সব নিয়মই মেনে চলছি। সামনে মহাদুর্যোগ আসতে পারে। তাই সবারই বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থার নিয়ম মেনে চলা উচিত। নিজে নিরাপদ অবস্থা তৈরি করলে, পরিবার নিরাপদ থাকবে। এতে পুরো দেশই নিরাপদ থাকবে। অভিনয় শিল্পী সংঘের ব্যানারে স্বল্প আয়ের অভিনয়শিল্পী, কলাকুশলীদের জন্য ফান্ড গঠন করা হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক বলেছেন, অনেক জনপ্রিয় শিল্পী সাড়া দেননি। কী বলবেন ?দেখুন, আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু পেরেছি, দিয়েছি। তা ছাড়া এক জায়গায় তো বড় অঙ্কের অর্থ দেওয়া যাবে না। কারণ, আমার চারপাশের পরিচিতজন, আত্মীয়স্বজন এই মহামারিতে বিপদে আছেন, তাঁদেরও সহযোগিতা করছি। এর মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েকজন মেকআপম্যান, প্রোডাকশন বয়, ট্রলিম্যানকেও কিছু সহযোগিতা করেছি। অনেক শিল্পীর ক্ষেত্রে একই অবস্থা। সবাই তো ফান্ডে টাকা দিতে পারবেন না। কারণ, তাঁদেরও আত্মীয়স্বজন, কাছের মানুষদের দেখতে হচ্ছে। ফান্ডে না দিলেও তো কোথাও না কোথাও বিপদগ্রস্ত মানুষকে সহযোগিতা করছেন তাঁরা।

GOVERNMENT OF TRIPURA
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE &
COLLECTOR (D.M & COLLECTOR) NORTH TRIPURA, DHARMANAGAR

No.F.13 (92)/DEO/DM/N/ELEC (ULB)/2020/314 Dated: - 10th Dcember 2020

FORM B
(See rule 3, 3A AND 4)
ORDER

WHEREAS in pursuance of sub-rule 3 and rule 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994 read with Section 12 of the Tripura Municipal Act,1994, the undersigned as prescribed authority had published the draft Delimitation of Constituencies (wards) indicating the seats reserved for Schedule Caste, Schedule Tribe & Women for Election to the Panisagar Nagar Panchayat vide No.13 (92)/DEO/DM/N/ELEC/2020/ 267 dated- 26 /11 /2020 and in accordance with the provisions of rule 4 of the aforesaid Rule invited objections/suggestions, if any, in respect of the said draft Delimitation and determination of reserved seats so published from any person or Institution or any other interested party;

AND

WHEREAS the said draft Delimitation of Constituencies (wards) including reservation of seats for Schedule Caste, Schedule Tribe & Women of Panisagar Nagar Panchayat was published in the Tripura Gazette on 26/11/2020;

AND

WHEREAS all the objections/ suggestions received in relation to the said draft within the stipulated period from 27/11/ 2020 to 03/12/2020 were disposed by the undersigned on 8-12-2020 for finalisation of the Delimitation of the Constituencies (wards) and reservation of seats for Scheduled Caste, Schedule Tribe & Women.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 3 and 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994 read with Section 12 of the Tripura Municipal Act,1994, I hereby divide and determine the Panisagar Nagar Panchayat into wards in accordance with the provisions of the aforesaid Act and the said rules indicating in the Schedule below the name of the Municipality in column (1), number of members to be elected to the Municipality in column (2), number of the constituency in column (3), the extent of constituency in column (4) constituency or constituencies reserved for SCs and STs in column (5) and constituency or Schedule. constituencies reserved for women in column (6) of the schedule.

FORM - B

THE SCHEDULE

Name of Municipality	No. of Member to be elected to Municipality	No. of Constituency	Extent of the Constituency					Constituency reserved for SC & ST		Constituency reserved for Women		
			Sub-Division	T.K	Revenue Mouja	Name of Para	Description of Boundary	SC	ST	SC	ST	General
Panisagar Nagar Panchayat	1	I	Panisagar	Panisagar T.K	Panisagar	1. Panisagar Rail Station Elaka 2. Rail Station Para (Part) 3. Paschim Panisagar Uttarangsha	**North :-** Bilthai Gram Panchayat, **South :-** Road from NH-08 from Tinani to West Panisagar Road, **East :-** NH-08, **West :-** Bimal Purkaystha house	NIL	NIL	NIL	NIL	Women
Panisagar Nagar Panchayat	1	II	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Panisagar Elaka (Part) 2. Uttar Purba Panisagar 3. School Tilla (Part)	**North :-** Juri River, **South :-** Nala near NH-08 to Shashi Mohan Singha's house via culvert near Pranoy Sarkar's house, **East :-** Juri River, **West :-** NH-08	SC	NIL	NIL	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	III	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Panisagar Elaka (Part) 2. Rail Station Para (Part) 3. School Tilla (Part)	**North :-** Nala, **South :-** Road near Kalachand Roy's house. **East :-** Panisagar School Road to Pranoy Sarkar's house via Sajal Das' house. **West :-** NH-08	SC	NIL	NIL	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	IV	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Purba Panisagar (Part) 2. Bazar Elaka (Part) 3. Dakshin Panisagar (Part) 4. Paschim Panisagar Uttarangsha	**North :-** West Panisagar Road from NH-08 and C.C Road opp. Side of NP Office) **South :-** NH-08 near TSCB to Ramgulcherra culvert via Tridip Nath, Kabindra Nath, Pradhut Das, Dhirendra Malakar and Anadhi Das house, **East :-** NH-08 and Jalabasa Road, **West :-** Road near by the house of Sushendra Das	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	V	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. School Tilla (Part) 2. Purba Panisagar (Part) 3. Rail Station Para (Part)	**North :-** Fire Service Road, **South :-** Hospital Road, **East :-** Road near PWD AWC, **West :-** Panisagar School Road	SC	NIL	Women	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	VI	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Purba Panisagar (Part)	**North :-** Road from Hiralal Das' house to Pathanbari , **South :-** Panisagar - Jalabasa Road, **East :-** Juri River, **West :-** Fire Service Road	NIL	NIL	NIL	NIL	Women
Panisagar Nagar Panchayat	1	VII	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Dakshin Panisagar (Part)	**North :-** Over bridge to Ramgulcherra via Iresh Deb, Abani Nath and Sanjit Das house. **South :-** Chandra Halam Para Road. **East :-** Rail Line. **West :-** Nala	SC	NIL	Women	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	VIII	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Madhya Panisagar (Part) 2. Dakshin Panisagar Purbangsha (Part)	**North :-** Covered drain near Dilip Nath house to Rail line via Sujit Nath, Sudangshu Nath and Brajalal Goswami house. **South :-** Lila Tilla and K.V.K. **East :-** NH-08. **West :-** Rail Line	NIL	NIL	NIL	NIL	Women
Panisagar Nagar Panchayat	1	IX	Panisagar	Panisagar T.K	Panisagar	1. Madhya Panisagar Elaka	**North :-** Satsanga Ashram Road, **South :-** Pekucherra Road, **East :-** R.C.P.E Road, **West :-** NH-08	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	X	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Panisagar Block Elaka (Part) 2. Bardwal (Part) 3. Madhya Panisagar (Part)	**North :-** Jalabasa Road, **South :-** Satsanga Ashram Road to Ananta Nath' s house. **East :-** Road from Ananta Nath's shop to Indubhushan Das' house via Arup Pal's house. **West :-** NH-08	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	XI	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Panisagar Block Elaka (Part) 2. Bardwal (Part)	**North :-** Jalabasa Road, **South :-** Pekucherra Village Road. **East :-** Road near Manik Das' house to Pump house, **West :-** Road from Ananta Nath's house to Amulya Das' house via Baraitilla AWC	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	XII	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Dakshin Panisagar Purbangsha (Part) 2. Madhya Panisagar (Part) 3. Dakshin Panisagar (Part) 4. Bazar Elaka (Part)	**North: -** Pump house to Anup Nath house via Nikunja Nath, Ananta Das and Amulya Paul house. **South :-** Road from covered drain near Shib Bari to Rail line over bridge upto Ramgulcherra via Sarju Das, Pulin Nath, Ramgobinda Nath, Indrajit Das' house and Nandalal Para AWC. **East: -** TSCB to covered drain. **West :-** Ramgulcherra	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Panisagar Nagar Panchayat	1	XIII	Panisagar	Panisagar	Panisagar	1. Dakshin Bordwal (Part) 2. Bordwal (Part) 3. Madhya Panisagar (Part)	**North :-** Pekucherra Road near RCPE field. **South :-** Agnipasa G.P Border upto house of Krishna Das. **East: -** Pekucherra Gram Panchayat. **West :-** R.C.P.E Road	NIL	NIL	NIL	NIL	Women

ICA/D-1045/2020-21

(NAGES KUMAR B. IAS)
District Magistrate & Collector)
North Tripura, Dharmanagar

দিব্যা ভারতী এখনো সাজিদের পরিবারের একজন

বয়স তখন উনিশ। ক্যারিয়ারের চাকা সবে ঘুরতে শুরু করেছে। ছেলেদের মানিব্যাগে, আয়নার পেছনে, সেলুনে কিংবা মেলায় অথবা ভিসিআরের ক্যাসেট কভারে থাকত তাঁর লাস্যময়ী ছবি। বলিউডে দৌড়ে চলার সময় কেবল শুরু। আর তখনই দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে গেলেন যেন ক্ষণজন্মা অভিনেত্রী দিব্যা ভারতী। এই অল্প সময়েই কি মাতিয়ে যাননি ভক্তদের হৃদয়। না হলে জন্মদিন কিংবা মৃত্যুদিন, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ভরে উঠবে কেন দিব্যার ছবি দিয়ে! স্বামী সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা দিব্যার ব্যবহৃত জিনিস কেন রাখবেন আগলে, আলগোছে।

দিব্যা মারা যান ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল। ২৭ বছর কেটে গেছে। অথচ আজও সাজিদের পরিবারের একজন হয়েই যেন আছেন দিব্যা। দিব্যার শেষ ব্যবহৃত পারফিউম, তার চুলের যত্ন—আত্তির দ্রব্যসামগ্রী এখনো যত্ন করে রেখেছেন সাজিদ। আর এই খবর জানালেন সাজিদেরই পরের স্ত্রী ওয়ার্দা নাদিয়াদওয়ালা।

দিব্যার মৃত্যুতে ভক্তদের হৃদয় চূর্ণ হয়ে যায়। তাই সাজিদের সঙ্গে আর কাউকেই মানতে নারাজ এই ভক্তকুল। আর তাই ট্রলের শিকার হন ওয়ার্দা। কিন্তু ওয়ার্দা নিজেও যে দিব্যার ভক্ত! দিব্যার জয়গা কখনোই নিতে চাননি তিনি। দিব্যা তাঁর কাছেও পরম সম্মানের। তাঁর পরিবারের একজন। এমনটাই জানালেন সম্প্রতি। ভক্তদের অযথা ট্রল না করার আহ্বান জানালেন।

ওয়ার্দা ভারতীয় গণমাধ্যমকে বললেন, 'দিব্যা আমাদের জীবনের একটি অংশ। সাজিদ এখনো ভোলেনি তাকে।'

শুধু কি তা---ই, ওয়ার্দার সঙ্গে সাজিদের প্রথম সাক্ষাতের বিষয়টিও কাকতালীয়ভাবে দিব্যাকে কেন্দ্র করে। ওয়ার্দা বলন, 'হ্যাঁ, বিস্ময়করভাবে এটাই সত্য যে আমাদের দুজনের প্রথম দেখা হওয়ার তিনিই ছিলেন মাধ্যম। প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে সাজিদের একটি সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েই পরিচয় হয়েছিল। অবশ্য সাজিদ, দিব্যার বাবা, আমার শ্বশুর আমাকে বলতেন, আমি নাকি দেখতে একেবারেই দিব্যার মতো, একই ব্যবহার, একই আচরণ।'

এমনকি দিব্যার বাবা ওয়ার্দাকে ডাকতেন মেয়ে হিসেবেই। ওয়ার্দা বলেন, 'তাঁর জায়গায় নিজেকে দেখার কোনো অধিকার আমার নেই। আমি আমার নিজের জায়গা তৈরি করেছি। তাঁর স্মৃতি সব সময়ই অসম্ভব সুন্দর। সুতরাং আমাকে নিয়ে ট্রল করা বন্ধ করুন দয়া করে। দিব্যা আমাদের জীবনেরই অংশ।' দিব্যা কতখানি সাজিদের পরিবারে স্থান করে নিয়েছেন, তারও উদাহরণ দিলেন ওয়ার্দা। তাঁর কথা, 'আমার ছেলেমেয়েরা যখন তাঁর ছবি দেখে, তাঁরা বলে আমাদের বড় মা।'

দিব্যার জন্ম ১৯৭৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি। তাঁর বাবা ওমপ্রকাশ ভারতী ছিলেন জীবনবিমাকর্মী। মা মিতা ভারতী গৃহিণী। ছোট ভাই কুনাল ও সৎবোন পুনমের সঙ্গে মুম্বাইয়ে বেড়ে ওঠা দিব্যার।

১৯৯০ সালে মুক্তি পাওয়া দিব্যা ভারতীর প্রথম ছবি 'বব্বিলি রাজা' এখন অবধি সফলতম তেলেগু ছবির মধ্যে অন্যতম। প্রথম দুই বছর তেলেগু ও তামিল ছবিতে অভিনয়ের পর হিন্দি ছবির জগতে তাঁর ক্যারিয়ার শুরু হয় ১৯৯১ সাল থেকে। ১৯৯২ সালটি ছিল হিন্দি ছবিতে দিব্যা ভারতীর বছর। ওই একটি বছরে দিব্যা অভিনীত ১২টি ছবি মুক্তি পায়।

১৯৯২ সালেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালার। ভারসোভার তুলসী অ্যাপার্টমেন্টে নাদিয়াদওয়ালাদের ফ্ল্যাটেই গোপনে বিয়ে করেন দুজনে। বিয়ের বিষয়টি একেবারেই গোপন রাখা হয়।১০ মে দিব্যা-সাজিদের প্রথম বিবাহবার্ষিকীর এক মাস আগেই দুর্ঘটনায় মারা যান দিব্যা ভারতী। দিব্যার আকস্মিক মৃত্যু ঘটে ১৯৯৩ সালের ৫ এপ্রিল সন্ধ্যায়। বাড়ির পঞ্চম তলার ফ্ল্যাটের জানালা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন দিব্যা। নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

বৃহস্পতিবার ১০৩২৩ চাকুরিচ্যুতদের আন্দোলনের ৪ চতুর্থ দিনে। ছবি- নিজস্ব।

মৃত্যু-মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়েছি, কৃষকদের আন্দোলনের পাশে তৃণমূল আছে, বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা,১০ ডিসেম্বর (হি স):নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে রাজ্য জুড়ে। কিন্তু এরই মাঝে রাজ্যের শাসক দল বনাম বিজেপি তরজা তুঙ্গে। একদিকে গতকালই দু”দিনের রাজ্য সফরে কলকাতায় এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। অন্যদিকে কৃষ আন্দোলনের প্রতিবাদে ধর্মতলায় মেয়ো রোডের কাছে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তৃণমূল। আর এরপরেই বৃহস্পতিবার ”মৃত্যু-মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়েছি, কৃষকদের আন্দোলনের পাশে তৃণমূল আছে” সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষি আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ”কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে সর্বস্তরের মানুষের একজোট হওয়া প্রয়োজন। কৃষক-স্বার্থে ২৬ দিন অনশন করেছিলাম ধর্মতলার মোড়ে। প্রতিজ্ঞা ছিল জোর করে জমি অধিগ্রহণ করতে দেব না। মৃত্যু-মুখে দাঁড়িয়ে লড়াই চালিয়ে গেছি”। এরপরেই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ”আমার চেষ্টাতেই মানবাধিকার কমিশন। জাতীয় মহিলা-শিশু কমিশন বিজেপি কী করেছে বাংলার জন্য? কৃষকদের আন্দোলনের পাশে তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে। কেন্দ্রের ৩টি আইনই কৃষক বিরোধী”।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ”নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আইনে পরিবর্তনের কারণেই দামবৃদ্ধি। আগে রাজ্য সরকার আগু-পেঁয়াজ কিনে মজুত করত। সঙ্কটের সময় কমদামে বিক্রি করত। গরমকালে বাজারে আলুর সঙ্কট দেখা দেবে। মোদি সরকার গণতন্ত্র, সংবিধান মানছে না”।

বিজেপি নেতাদের উপর হামলার প্রতিবাদে ক্ষোভে উত্তাল বাঁকুড়া

বাঁকুড়া, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সহ বিজেপি নেতৃত্বের উপর হামলার প্রতিবাদে জেলা জুড়ে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ মিছিল ও পথ অবরোধ।বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন এলাকায় দফায় দফায় অবরোধের জেরে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ভৈরবস্থান মোড় স্টেশন মোড় পুয়াবাগান প্রভৃতি এলাকায় ক্ষুব্ধ বিজেপি কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করে তৃণমূলের লুঙ্গি বাহিনীর দ্বারা দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায় সহ নেতাদের উপর হামলায় দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে।

এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও ঢিল মারে কী করে, নাড্ডার কনভয়ে হামলা নিয়ে বিজেপিকে প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি স):একুশের নির্বাচনকে সামনে রেখে দুদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বুধবার কলকাতায় সফরের পরে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে সফরে যান নাড্ডা। ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে নাড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি। বিজেপি সেই অভিযোগের আঙুল তুলেছে তৃণমূলের দিকে। আর এরপরেই এদিন কৃষি আইনের প্রতিবাদে মেয়ো রোডে তৃণমূলের বিক্ষোভ থেকে ”এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও ঢিল মারে কী করে” নাড্ডার কনভয়ে হামলা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রশ্ন ছুড়লেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ”এত নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও ঢিল মারে কী করে? যদি ছোট ঘটনাও ঘটে থাকে, আমি জানি না কী করে ঘটেছে। শিরাকোলে আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল। শিরাকোলে কিছু হয়নি। চায়ের দোকানে কে ধাক্কা মেরেছে, কে কাকে থ্রো করেছে, প্ল্যানিং করে করেছো। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র মূর্তি ভাঙা সময় করেছিলে। পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে বলেছি পুলিসকে। সব মিথ্যা সহ্য করব না। এনাফ ইজ এনাফ। রাজ্য সরকার সকলকে নিরাপত্তা দেয়। আমি দিল্লি গেলে তোমরা কী করো? আমি দিল্লি গেলে বিজেপি গাড়ির সামনে ঝামেলা করে।তোমার পিছনে ৫০টি গাড়ি কেন যায়? আমার পিছনে ৩টে গাড়ি যায়। দু”টো গাড়ি কলকাতায়। অনুমতি দিই না। লাল লাইট লাগাইনি। তোমাদের নেতা আসছে ভালো কথা। আমি হিংসা চাই না। হিংসার নিন্দা করি। একটা নেতার পিছনে ৫০টি গাড়ি কেন যাবে? ৫০টি গাড়ি গেলে একটা গাড়ি অন্য গাড়িকে ওভারটেক করতে গেলে দুর্ঘটনা হতে পারে। এতে তো জীবনহানির ঝুঁকি থাকে। দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারো না। বিজেপি বলছে বাংলায় আইনশৃঙ্খলা নেই। কলকাতা সবথেকে সুরক্ষিত শহর। বাংলায় সব উৎসব শান্তিপূর্ণ ভাবে হয়েছে।কোথাও কোনও অশান্তি হয়নি, শুধু মিথ্যে বলছে বিজেপি। ভাষণ দিতে দিতে বিজেপি দলটাই হারিয়ে যাবে”।

ঢিল-পাটকেলল ছোড়ার ভিডিয়ো প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ” সবটাই আগে থেকে পরিকল্পিত। কে দেখছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? তাহলে কি প্ল্যান করা ছিল? কেউ একটা ঢিল মারছে। লেজুড়ের গাড়িতে ইট এসে পড়ছে? কে ছবি তুলল? ভিডিয়োটা কে তুলল? ইউ আর ওভারস্মার্ট। মনে হচ্ছে স্যাটেলাইট থেকে কাজ করছে”।

এরপর বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হুংকার ”গোটা বিজেপি দল, কেন্দ্র সরকার একদিকে আমি একা একদিকে। দেখিয়ে দেব কার কত জোর” ।উল্লেখ্য, এদিন বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। আমতলা থেকে শিরাকোল পর্যন্ত রাস্তায় দফায় দফায় বাধার মুখে পড়ে কনভয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পাথর ছোড়া হয় কৈলাস বিজয়বর্গীয়র গাড়িতে। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে শিরাকোলে তৃণমূলের অবরোধে আটকে পড়ে নাড্ডার কনভয়। কনভয়ের বেশ কয়েকটি গাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। কয়েকটি গাড়ির কাচ ভাঙে বলে অভিযোগ।

বঙ্গ ধ্বনির মাধ্যমে সরকারের দশ বছরের বিকাশের খতিয়ান জনগনের কাছে তুলে ধরা হবে

বাঁকুড়া, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্য সরকারের ১০ বছরের বিকাশের খতিয়ান জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে বঙ্গ ধ্বনিৰ মাধ্যমে। একথা জানিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্যামল সাঁতরা বলেন বঙ্গ ধ্বনি যাত্রার মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ও রাজ্যের উন্নয়নের খতিয়ান বা রিপোর্ট কার্ড জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে।এই উপলক্ষে শুক্রবার এক মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। জেলার প্রত্যেকটি অঞ্চলে এই মিছিল থেকে সরকারের রিপোর্ট জনগণের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার জেলা তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বঙ্গ ধ্বনি যাত্রা প্রসঙ্গে শ্যামল বাবু বলেন বিগত ১০বছরে রাজ্যে যে উন্নয়ন হয়েছে আর্থিক বিকাশ থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য খাদ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ২০১৬ সালে শুরু হওয়ার পর স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পে ১কোটি ৪০ লক্ষ লোক লাভবান হয়েছে। ২০১০ সালের পর থেকে মানুষের আয় দ্বিগুণ হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের জিডিপি চার কোটি ৫১ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে ৬ কোফি ৯ লক্ষ টাকা হয়েছে, কন্যাশ্রী প্রকল্প বিশ্বের দরবারে সম্মান লাভ করেছে এবং পুরস্কার লাভ করেছে এছাড়া উৎকর্ষ বাংলা ,সবুজ সাথী ,পথদিশা , ই সমাধান, কৃষি দপ্তর এবং অর্থ বিভাগ পুরস্কৃত হয়েছে।

তিনি বলেন জেলাজুড়ে ৯৫০ টি টিম গঠন করা হয়েছে। চার হাজার কার্যকর্তা নেতৃত্ব দেবেন এই টিমগুলি। সরকারের রিপোর্ট কার্ড বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনগণের হাতে তুলে দেবেএই টিম গুলি। এদিনে সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান শুভাশিস বটব্যাল সভাধিপতি মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র দিলীপ আগরওয়াল জেলা কো-অর্ডিনেটর সুব্রত দরিপা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

হলদিয়া ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান পূর্ব মেদিনপুরের জেলা শাসক

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): ৯বছর ৬ মাস হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান থাকার পর সম্প্রতি সেই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই পদে এবার নতুন চেয়ারম্যান হলেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিভু গোয়েল। বৃহস্পতিবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের পুর ও নগর উন্নয়ন দফতর।

সম্প্রতি তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না শুভেন্দু অধিকারীর। সেই কারণে একাধিক মন্ত্রিত্ব এবং প্রশাসনিক পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এইচআরবিসি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। সরে দাঁড়িয়েছেন এইচডিএ-র চেয়ারম্যান পদ থেকে।

এবার তার জায়গায় হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নতুন চেয়ারম্যান করা হলোপূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিভু গোয়েল কে। এছাড়াও কমিটিতে রয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারীর ভাই সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী, পাঁশকুড়া পশ্চিমের বিধায়ক ফিরোজা বিবি।

নতুন বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গিয়েছে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পর্ষদের মাথায় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আর বসানো হয়নি। পদাধিকারবলে প্রশাসনিক ভাবে জেলাশাসকের নয়া চেয়ারম্যান করা হল।

ক্যান্সার আক্রান্তদের জন্য বিশেষ সেমিনার রাজ্যের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : মারণ রোগ ক্যান্সারের চিকিৎসা করানো তো দূর এই রোগ হলে কিভাবে তার নিয়ম মানতে হয় সেটুকুও জানেন না অনেকে। এবার কলকাতায় বসবাসকারী সেই সব দরিদ্র পরিবারের জন্য এই রোগের চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে অবহিত করতে ও আক্রান্তরা কি কি বিষয় মেনে চলবেন সেই সম্পর্কে তাদের জানাতে তৃণমূলের তরফে আগামী ২০ ডিসেম্বর বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

ওই দিন বিকেল ৪টেতে স্থানীয় গদাইবুড়ির মাঠে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এই সেমিনারের মূল উদ্যোক্তা কলকাতা পুরপ্রশাসকবোর্ডের সদস্য তারক সিং। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেন, এই সেমিনারে বিশিষ্ট ক্যানসার বিশেষজ্ঞ ও রাজ্যের সরকারি হাসপাতালের শল্য চিকিৎসকরা অংশগ্রহণ করবেন। তারা ক্যান্সার আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলবেন। কিভাবে ক্যানসারের চিকিৎসা হয়, সম্পূর্ণ নিখরচায় কোন কোন সরকারি হাসপাতালে এই চিকিৎসা পরিষেবা তারা পাবেন, রাজ্য সরকার কি সুবিধা তাদের দিচ্ছে তা তাদের বিস্তারিত জানানো হবে। এর পাশাপাশি ক্যান্সার রোগীরা কিভাবে জীবনযাপন করবেন, কিভাবে খাওয়া দাওয়া করবেন, কি করবেন, কি করবেন না সেই বিষয়েও অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেবেন। তারকবাবু বলেন, আগামী দিনে বেহালার অন্যান্য ওয়ার্ডেও এই সেমিনার করার পরিকল্পনা রয়েছে।

হামলার নিন্দা পীযূষ গয়াল, অনুপম অধিকারীর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতৃবৃন্দের ওপর নিন্দা করেছেন পীযূষ গয়াল এবং অনুপম হাজরা।

তিনি এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে ব্যাখ্যা করেছেন। একইসঙ্গে বলেছেন, শ্বাসরোধকারী গণতন্ত্র। খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এটা স্পষ্ট যে বিজেপির জনপ্রিয়তা ওরা সহ্য করতে পারছে না। গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। যারা নাড্ডাজীকে আক্রমণ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এটা শুধু তাঁর উপর হামলার বিষয় নয়, দেশের গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।

ছয়ের পাতায়

হাঙ্গামা নিয়ে রাজ্যপালের পরপর টুইট, কড়া প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তরকন্যা অভিযানে বিজেপি কর্মীর মৃত্যু নিয়ে ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল আগেই তিনদিনের সময়সীমা দিয়ে যাবতীয় রিপোর্ট নিয়ে রাজভবনে পুলিশ ও প্রশাসনের দুই কর্তাকে আসতে বলেছিলেন রাজ্যপাল জনগদীপ ধনকর। টুইটে সেটা জানিয়েও দেন। বৃহস্পতিবার সকালে জানান, সন্ধ্যায় রাজভবনে আসবেন মুখ্যসচিব ও ডিজিপি। এর পর বিজেপি নেতৃবৃন্দের ওপর আক্রমণের ঘটনায় ক্ষুব্ধ রাজ্যপাল একের পর এক টুইট করেন।

বৃহস্পতিবার সকালে টুইট করে রাজ্যপাল নিজেই জানিয়েছেন, এদিন সন্ধে ৬ টা নাগাদ রাজভবনে দেখা করতে যাবেন মুখ্যসচিব ও ডিজিপি। উভয়ের সঙ্গে সদর্থক আলোচনা হবে বলে আশাপ্রকাশ করেন তিনি। এরপর ডায়মন্ড হারবার যাওয়ার পথে ঠিক কীভাবে আক্রান্ত হলেন বিজেপি নেতারা, দুপুর থেকেই বিভিন্ন সূত্রে জানতে শুরু করেন রাজ্যপাল। সওয়া দুটো নাগাদ তিনটি টুইটে তাঁর কড়া প্রতিক্রিয়া জানান রাজ্যপাল। সতর্ক করে দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। চারটে বাজতে দশে ফের টুইট করেন রাজ্যপাল। তাতেও ছিল তাঁর চড়া সুর।

আগেও বেশ কয়েকবার প্রশাসন ও পুলিশের সর্বোচ্চ আধিকারিকদের তলব করেছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু বারবারই তিনি অভিযোগ করেছেন যে তাঁর এই ডেকে পাঠানো উপেক্ষিত হয়েছে। কেউ তাঁর সঙ্গে দেখাও করেননি, কোনওরকম রিপোর্টও দেননি। এনিয়ে একটা সময় পর ধনকর রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সম্প্রতি বিজেপির উত্তরকন্যা অভিযানে পুলিশ-বিক্ষোভকারীর সংঘর্ষের মাঝে পড়ে এক বিজেপি কর্মীর মৃত্যু এবং তার পরপরই রাজ্যে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সফরে একাধিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জেরে ফের রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তোপ দাগছেন সাংবিধানিক প্রধান। টুইটারে ফের মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে তলব করেন। জানান যে যেন তাঁকে সমস্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়।

রাজভবনে মুখ্যসচিব এবং ডিজিপি-র আসার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েও খোঁচা দিতে ছাড়েননি রাজ্যপাল। তাঁর বক্তব্য, অক্টোবর মাস থেকে তিনি প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মমতা সরকারের উদাসীনতায় তা সম্ভব হয়নি। এছাড়া জেপি নাড্ডার সফর ঘিরে ডায়মন্ড হারবারের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে, এ বিষয়ে তিনি মুখ্যসচিবকে সতর্ক করেছিলেন বলেও টুইটে উল্লেখ করেছেন। মুখ্যসচিব সেই সতর্কবার্তায় গুরুত্ব দিয়ে ডিজিপিকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে পালটা উত্তর দিয়েছেন রাজ্যপালকে। দুপুরের দিকে ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে নাড্ডার কনভয় এবং অন্যান্য বিজেপি নেতাদের গাড়িতে হামলার পর এসবও প্রকাশ্যে এনেছেন ধনকর।

হামলার প্রতিবাদে শহরজুড়ে বিজেপির বিক্ষোভে উত্তেজনা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি স): সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগে শহরজুড়ে বিজেপির বিক্ষোভ। বুধবার কলকাতায় দুদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। তবে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে সফরে যান নাড্ডা। ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে কনভয়ে হামলার অভিযোগ তোলে বিজেপি। জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে শহরজুড়ে বিজেপির বিক্ষোভ।

বৃহস্পতিবার আমতলা থেকে শিরাকোল পর্যন্ত রাস্তায় দফায় দফায় বাধার মুখে পড়ে কনভয়। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। পাথর ছোড়া হয় কৈলাস বিজয়বর্গীয়র গাড়িতে। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে শিরাকোলে তৃণমূলের অবরোধে আটকে পড়ে নাড্ডার কনভয়।

ছয়ের পাতায়

গুনে গুনে ১০ গোল খাবে বিজেপি, আরামবাগে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়

হুগলি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : যারা বাংলা বলতে পারেনা পড়তে পারেনা লিখতে পারেনা তারা বাংলায় এসে বলছে বাংলা দখল করবে এই ভাবেই কড়া ভাষায় বিজেপিকে বিঁধলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।বৃহস্পতিবার দুপুরে আরামবাগের ভিড়ে ঠাসা গড়বাড়ি ময়দানে বক্তব্য রাখেন অভিষেক বাবু। তিনি আরামবাগের মানুষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যারা এককালে সিপিএমের হার্মাদরা এখানে লাগামছাড়া অত্যাচার করেছিল, আজকে তারা বিজেপির জল্লাদ। শান্ত আরামবাগ কে অশান্ত করতে এসেছে , এদের থেকে সাবধানে থাকুন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে আহ্বান জানিয়ে বলেন রাজনৈতিকভাবে লড়াই করুন। ১০ বছরের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কাজ আর বিজেপির নরেন্দ্র মোদির ৭ বছরের দেশ শাসন সেটা বিচার হোক পরিসংখ্যান দিয়েই, তাহলে মানুষ বুঝতে পারবে যে নরেন্দ্র মোদী কতটা পিছিয়ে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মযজ্ঞ থেকে। এ ব্যাপারে গুনে গুনে ১০ গোল খাবে বিজেপি। অভিষেক বাবু বলেন সারা বাংলাজুড়ে উন্নয়নের জোয়ার বইছে ইতিমধ্য স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং বাসস্থান নিয়ে বাংলা সরকার মানুষের পাশে রয়েছেন। স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুফল বাংলা ১০ কোটি মানুষ পাবেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ গত তিন দিনে তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। বিনা পয়সায় বাংলার মানুষ স্বাস্থ্যের পরিসভা পাবেন। তিনি বিজেপি নেতাদের বলেন আপনারাও এই কার্ড করে রাখুন কারণ আপনাদের ও একসময় এটা কাজে লাগবে।

আজ দলের পক্ষ থেকে তৃণমূল সরকার বিগত ১০ বছরে মানুষের জন্য যে উন্নয়ন করেছে তার রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হয়েছে, এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বাংলার প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে এই কার্ড।বিজেপিতে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে গত ৭ বছরে নরেন্দ্র মোদী বাংলার মানুষের জন্য কি করেছে সেটা বাংলার মানুষকে জানান। বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনো রকম সম্যক জ্ঞান এই সমস্ত দিল্লির নেতাদের নেই। এরা বাঙালির দল নয় দিল্লি থেকে উড়ে এসে ফাইভস্টার হোটেলে ওঠেন। দুপুরে আদিবাসীদের বাড়িতে গিয়ে ভোজন করেন আবার সন্ধায় সেই ৫ স্টার হোটেলে ফিরে মস্তি করে। এটাই এদের কালচার। এরা কথায় কথায় বলে বাঙ্গালীদের কোন অবদান নেই। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রাজা রামমোহন রায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ রামকৃষ্ণদেব থেকে শুরু করে কয়েকশো মনিষী এই বাংলায় জন্মেছেন, তারা আমাদের গর্ব।

অভিষেক বাবু চ্যালেঞ্জ করে বলেন নির্বাচনের লড়াই রাজনৈতিকভাবেই হোক, হিংসা বা গন্ডগোল পাকিয়ে করবেন না। আজকে তিনি অভিযোগ করে বলেন আজকে ডায়মন্ডহারবারে গিয়ে নাড্ডা জী গাড্ডায় পড়ে গেছেন সেখানকার মানুষের ক্ষোভের বহিরপ্রকাশ তাদের বিরুদ্ধে সেটা তিনি দেখেছেন। দিলীপ ঘোষের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন নাড্ডাজীর গাড়ি কেন সিগনালে আটকে ছিলেন তার জন্য তিনি দিল্লীতে চিঠি লিখেছেন। দীলিপবাবু কাছে তার প্রশ্ন যখন আমফানের ঝড়ে মানুষ বিপর্যস্ত ছিল, যখন করোনায় মানুষ কষ্টের মধ্যে ছিল।তখন কিন্তু আমাদের এই দিদি পথে পথে বেরিয়ে এই সমস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তখন আপনারা কোথায় ছিলেন সেই নিয়ে আপনারা কটা দিল্লিতে চিঠি লিখেছেন, এখন নাড্ডা জীবগাড়ি আটকে যাওয়া নিয়ে দিল্লিতে চিঠি লিখছেন, লজ্জা করেনা আপনাদের। তিনি উপস্থিত তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন এবারের যে লড়াই, সেই লড়াইতে নিশ্চিত জিতে আবার ক্ষমতায় আসবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং এ বিষয়ে এখানকার তৃণমূল কর্মীদের সংঘবদ্ধভাবে লড়াইয়ের আবেদন জানান , এবং হুগলি জেলার যে ১৮ টি বিধানসভার সিট আছে তার প্রত্যেকটি তৃণমূল কর্মীরা জয়ী হন সেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

আজকের হুগলি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত এদিনের সভায় সকাল থেকে বহু মানুষ এসে আরামবাগের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগদান করেন, শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরামবাগের সংসদ অপরুপা পদ্দার মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত মন্ত্রী অসীমা পত্র সহ এই জেলার সমস্ত বিধায়ক এবং পঞ্চায়েত মেম্বার পঞ্চায়েত সদস্য এবং পুরসভার বিদায়ী কাউন্সিলর এবং পুর প্রশাসকরা উপস্থিত ছিলেন।

এক একটার খুঁটির জোর নেই, না এপাশ না ওপাশ, ধপাস: কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি স): বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলোর কড়া নজর একুশের নির্বাচনে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ঠোকাঠুকির লড়াই। এরই মাঝে বৃহস্পতিবার রাজ্য সফরে এসে ডায়মন্ড হারবারে সফরে যান নাড্ডা। ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার পথে নাড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি। আর এরপরেই মেয়ো রোড থেকে বিজেপি নেতাদের নিরাপত্তা নিয়ে কটাক্ষের সুর চড়িয়ে ”এক একটার খুঁটির জোর নেই, না এপাশ না ওপাশ, ধপাস” কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ” এলাকার অ্যাংলা, ব্যাংলা, চ্যাংলারও অনেক সম্মান আছে বলে মনে করি। এক একটার খুঁটির জোর নেই। না এপাশ না ওপাশ, ধপাস। সেগুলির পিছনে ৪টে করে নিরাপত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিকিউরিটিগুলো কালো কালো ড্রেস পরে বড় বড় বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এত তোমার সিআইএসএফ, সিআরপিএফ, বিএসএফ, এত ফোর্স আছে, তোমার গাড়িতে হামলা হয় কী করে? তুমি বিজেপির এ থেকে জেড পর্যন্ত ৪-৬টি সিকিউরিটি দিয়ে রেখেছো। রাজ্যকে জানানোর প্রয়োজন মনে করো না। প্রবলেম হলে রাজ্যকে বল। তোমার ক্যাডাররা ?যখন লাঠি, বন্দুক, ছররা নিয়ে নামে তখন আমাদের দোষ দাও”।

দাবি পূরণের জন্য আন্দোলন আরও জোরদার হবে, দাবি কৃষক সংগঠন এর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে কৃষি বিক্ষোভ আরও বেশি জোরদার হবে বলে বৃহস্পতিবার স্পষ্ট বার্তা কৃষক সংগঠনের তরফে দেওয়া হয়েছে। এদিন বিকেলে দিল্লি সীমান্ত লাগোয়া সিংঘুতে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে সংযুক্ত কিষান মঞ্চের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, কৃষি ব্যবস্থা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। এতে কোনও ভাবেই কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না। ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষি আইন বিলোপের জন্য সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তেমনটা না হওয়ায় আগামী দিনে রেল অবরোধ করা হবে। আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবে। দেশবাসী এবার রাজপথে নামবে।

ভারতীয় কিষান ইউনিয়ন (আর) নেতা বলবীর সিং রাজেওয়াল দাবি করেছেন ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের হাত শক্ত করার জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। কৃষি ব্যবস্থার রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত। এতে কোনভাবেই হস্তক্ষেপ কেন্দ্র করতে পারে না। বুধবার কেন্দ্রের তরফে কৃষকদেরকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে নতুন তিনটি আইন সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু কৃষকরা সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে। তাদের দাবি আইনগুলিকে পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। অন্যদিকে কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কোনভাবেই বিলোপ করা হবে না।

দেশবিরোধী শক্তির বাড়বাড়ন্ত রুখতে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম শ্রীপদ নায়েক

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সংবাদমাধ্যম বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। বৃহস্পতিবার এ কথা জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েক। দেশবিরোধী এই সকল উপাদান যাতে সংবাদমাধ্যমকে প্রভাবিত করতে না পারে সেই জন্য সংবাদকর্মীদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে বলে জানান তিনি।

আইআইএমসি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রীপদ নায়েক জানিয়েছেন, ভুয়ো এবং বিদ্বেষপূর্ণ খবরের যুগে প্রতিটি ব্যক্তির সংবাদমাধ্যম নিয়ে সার্বিক জ্ঞান থাকাটা প্রয়োজন। নতুন সংবাদমাধ্যমের এই যুগে টিভিতে বসা শুধু সঞ্চালকের নয় সমাজের সকল স্তরের মানুষেরই সংবাদমাধ্যম সম্পর্কে জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। এখন যখন প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে স্মার্টফোন চলে এসেছে তখন সংবাদমাধ্যমের অপব্যবহার বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের সংবাদমাধ্যম সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এদিনের অনুষ্ঠানে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর প্রশংসা করে তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সাহস, বীরত্ব, অঙ্গীকারবদ্ধতা, সত্যনিষ্ঠ অদ্বিতীয়। কিন্তু দেশের মধ্যে এমন কিছু উপাদান রয়েছে যারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করতে সর্বদা তৎপর হয়ে থাকে। এর মোকাবিলা করতে হলে সংবাদমাধ্যমের সঠিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে

ছয়ের পাতায়

ঘুমের ওযুধের মাত্রা কমানো হল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : হাসপাতালে চিকিৎসারত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। শ্বাসকষ্টের সমস্যা নিয়ে বুধবার উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। গতকালের থেকে আজ কিছুটা সুস্থ রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ঘুমের ওযুধের মাত্রা কমানো হল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর হাসপাতাল সূত্রে।

হাসপাতালল সূত্রে আরও খবর, শরীরে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সহ বেশ কিছু মাপকাঠি এখন নিয়ন্ত্রণে। ঘুমের ওযুধের মাত্রাও হয়েছে। রক্ত ও শরীরে অন্যান্য পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রাও স্বাভাবিক। আপাতত ভেন্টিলেটরের সহায়তায় রাখা হলেও চেষ্টা করা হবে যাতে ধীরে ধীরে তাঁর ভেন্টিলেটরের নির্ভরতা কমানো যায়।

উল্লেখ্য, বুধবার দুপুর ১.৫০ নাগাদ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শ্বাসকষ্ট জ্বর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় পরীক্ষা করা হয়েছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর। যদিও করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ আসে তার।গতকাল সিটি স্ক্যানে নিউমোনিয়ার প্যাচ ধরা পরেছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

দলীয় নেতা-কর্মীরা সেখানে এক পথসভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু, সভা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে একদল দুষ্কৃতী গিয়ে বক্তাদের হাত থেকে মাইক কেড়ে নেয়। তাতে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি রণক্ষেত্রের রূপ ধারণ করে ফেলে। তবে পুলিশ খুব দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।

এ-বিষয়ে 'আমরা বাঙালী'-র পর্ষদ সচিব প্রাণগোপাল পাল বলেন, ত্রিপুরায় বাঙালিদের বাংলাদেশি তকমা গায়ে লাগিয়ে অপমান করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, এ-রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষ যতটা এ-দেশের নাগরিক, বাঙালিরাও ঠিক ততটাই ভারতীয়। সাথে তিনি যোগ করেন, সম্প্রতি বেছে বেছে বাঙালিদের অপহরণ করা হচ্ছে। এই বিষয়টি গভীর উদ্বেগের বলে তিনি দাবি করেন। প্রাণগোপাল বাবু বলেন, জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশের গুলিতে শ্রীকান্ত দাসের মৃত্যু হয়েছে। অথচ, এখনও তার কোনও বিচার হয়নি। দোষীকে খোঁজে বের করেনি প্রশাসন। এ-সমস্ত বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল এবং পথসভার আয়োজন করেছিল 'আমরা বাঙালী'। কিন্তু তা বানচাল করার উদ্দেশ্যে আমাদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে।

পুলিশের বক্তব্য, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু, পুলিশ সময়মতো হস্তক্ষেপ করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বেশি মানুষ সামাজিক পেনশনের সুবিধা গ্রহণ করছেন। মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সেই কাজ শুরু করে ত্রিপুরা সরকার। তিনি প্রত্যয়ের সুরে বলেন, ত্রিপুরা সরকার আন্তরিক ভাবেই চাইছে, সামাজিক পেনশনের সুবিধা পাওয়ার মতো প্রকৃত একজনের নামও যেন বাদ না যায়।

যাঁদের পেশাগত শংসাপত্র বা প্রফেশনাল সার্টিফিকেট নিয়ে সমস্যা রয়েছে তা সমাধান করতেও গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিগত সরকারের আমলে বহু ভ্রান্ত নাম এভাবে তালিকার মধ্যে ছিল। কিন্তু যাঁরা নির্দিষ্ট পেশার সঙ্গে যুক্ত অথচ সার্টিফিকেট নেই তাঁদের তা দেওয়ার ক্ষেত্রেও উদ্যোগ নেবে ত্রিপুরা সরকার। তাঁরা সামাজিক পেনশনের জন্য আবেদন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

উদ্যোগ

● **প্রথম পাতার পর**

প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এল পি জি গ্যাসের সুযোগ ও চুল্লিও দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় নয়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ এই শিক্ষাঙ্গনই হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সৃষ্টির মূল ভিত্তি। তিনি বলেন, এখানে শিশুদের শাসন করে নয়, ভালোবেসে যত্ন সহকারে খেলাধূলার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে। বক্তব্যে তিনি মোহনপুর এলাকার উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলেন, আগামী দিনে মোহনপুর মহকুমা শহরকে সুন্দরভাবে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ পরিষেবা উন্নয়ন, পাকা রাস্তা, ড্রেন ও পুকুর সংস্কার, জিমন্যাস্ট হল ও আধুনিক টাউন হল নির্মাণ, সুইমিং পুল ও শিশুদের পার্ক তৈরি এবং স্বাস্থ্য সম্মত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন। সবকিছুই তৈরি হবে শিশুদের উন্নত মানসিকতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস। সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, বিডিও শুভবত চক্রবর্তী, সমাজসেবী ধীরেন্দ্র দেবনাথ, সমাজসেবী তপন দত্ত, সমাজসেবী শ্যামল দেবনাথ। অনুষ্ঠান শেষে শিক্ষামন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য এল পি জি গ্যাস সংযোগ তুলে দেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

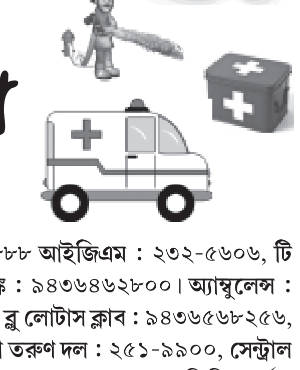

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঘন কুয়াশায় বঙ্গে দৃশ্যমানতা তলানিতে রেল-বিমান পরিষেবায় বিঘ্ন

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): পরপর তিন-দিন। মঙ্গলবার, বুধবারের পর বৃহস্পতিবার সকালেও ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল তিলোত্তমা। মহানগরীর পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এদিন সকালেও ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন। বৃহস্পতিবারও কলকাতা বিমানবন্দরে একাধিক বিমান দেরিতে চলেছে। রানওয়ের দৃশ্যমানতাও অনেকটা কমে যাওয়ায় বিমান পরিষেবা চালাতে সমস্যা হয়েছে। উত্তর ও উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে যে সব বিমান কলকাতায় আসে, কুয়াশার কারণে সেখান থেকেও বিমান দেরিতে এসেছে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে বিমান পরিষেবায় প্রভাব পড়েছে।ঘন কুয়াশার কারণে রেল পরিষেবাও বিঘ্নিত হয়েছে। হাওড়া স্টেশনের পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব শাখায় লোকাল এবং দুরপাল্লার ট্রেন নির্ধারিত সময়ের থেকে দেরিতে এসেছে। দক্ষিণ পূর্ব রেল সূত্রে খবর, লোকাল ট্রেন প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিট এবং দুরপাল্লার ২টি ট্রেন প্রায় ৪০ মিনিট দেরিতে এসেছে। পাশাপাশি, পূর্ব রেলের মেন ও কর্ড লাইনেও ট্রেন দেরিতে চলেছে। রাস্তায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় গাড়ির গতিও ছিল ধীর। কুয়াশার দাপটে হাওড়া ব্রিজ, মা উড়ালপুলে গাড়ির গতি ছিল বেশ শ্লথ। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। এর জেরে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়ার কারণেই কুয়াশার আস্তরণ।

রেললাইনে ফাটল, পঞ্জাবে বড়সড় ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা

ভাটিন্ডা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): রেল কর্তৃপক্ষের তৎপরতায় পঞ্জাবে বড়সড় ট্রেন দুর্ঘটনা রক্ষা পাওয়া গেল। বুধবার রাতে পঞ্জাবের মনসা জেলায়, নরিন্দরপুর রেল স্টেশনের কাছে রেললাইন বড়সড় ফাটল দেখা যায়। কিছুক্ষনের মধ্যেই ওই রেললাইন থেকে যাওয়ার কথা ছিল অবধ অসম এক্সপ্রেসের, কিন্তু রেললাইনে ফাটল দেখতে পাওয়া মাত্রই ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেয় রেল কর্তৃপক্ষ।

ব্যবসায়ীর

● **প্রথম পাতার পর**

জানিয়েছেন, অসম ও ত্রিপুরা পুলিশ যৌথভাবে অপহৃতের তল্লাশি চালিয়েছে। সাথে অপহরণকারীদের খোঁজেও তল্লাশি জারি রয়েছে। তিনি বলেন, গতকাল অসমের হাইলাকান্দি পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। ওই অপহরণের ঘটনায় তার যুক্ত থাকার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি হাইলাকান্দিতে ধৃত জিয়াউদ্দিন মজুমদার (৩৫)-কে আজ আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত তাকে পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

এদিকে, অপহৃতের সন্ধান এখনও পাওয়া না যাওয়ায় উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে। এমন-কি তাঁর জীবিত থাকার বিষয়েও কোনও কোনও মহল সন্দেহ প্রকাশ করছে।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ভবন প্রকল্পের জন্য কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে টাটা প্রোজেক্টস লিমিটেডকে।

২০২২ সালে স্বাধীনতার ৭৫ তম বর্ষে খুলে যেতে পারে নতুন সংসদ ভবনের দরজা। নতুন সংসদ ভবন তৈরি হয়ে যাওয়ার পর, প্রায় ৫৬০ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার সংসদ ভবন থেকে যাবে পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে। তার পাশেই নতুন ত্রিভুজাকৃতি সংসদ ভবন তৈরি হবে প্রায় ৬৪,৫০০ বর্গমিটার জায়গার উপরে। নতুন সংসদ ভবনে, লোকসভায় ৮৮৮ জনের বসার ব্যবস্থা হবে। রাজ্যসভায় ৩৮৪ জন বসতে পারবেন। এখন লোকসভায় ৫৪৩ জন ও ও রাজ্যসভায় ২৪৫ জন সাংসদ রয়েছেন। জনসংখ্যার অনুপাতে ভবিষ্যতে সাংসদ সংখ্যাও বাড়াতে হবে বলে এই ব্যবস্থা। নতুন ভবনে কনস্টিটিউশন হল থাকবে।

রইস্যাবাড়িতে

আটের পাতার পর

গন্ডাছড়া কৃষি মহকুমা তত্ত্বাবধায়ক চন্দ্র কুমার রিয়াং, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবকগন সহ দপ্তরের আধিকারিকরা। এই দিন কৃষকদের মধ্যে পাউয়ার টিলার,স্প্রে মেশিন, পামসেট প্রভৃতি বিতরন করা হয়। এই দিনের আন্তরিক মত বিনিময় সভায় কৃষকদের উপস্থিতি বেশ সাড়া পড়ে।

উত্তেজনা

পাচের পাতার পর

কনভয়ের বেশ কয়েকটি গাড়িতে হামলা হয় বলে অভিযোগ বিজেপির। কয়েকটি গাড়ির কাঁচ ভাঙে বলে অভিযোগ। আর এরপরেই এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে পথে নেমে বিজেপি নামে। শহরের একাধিক রাস্তায় বিজেপির পথ অবরোধ করে। হাওড়া থেকে ডোরিনা ক্রসিং চিংড়িঘাটা, কেষ্টপুর বিভিন্ন এলাকায় হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। বিজেপির বিক্ষোভেও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শহরের রাস্তা।

অনুপম অধিকারীর

পাচের পাতার পর

অন্যদিকে, অনুপম হাজরা টুইটে লিখেছেন, ".সকালে আদর ...বিকালে পাথর !!! সভা করে ফেরার সময়ও তৃণমূল নেত্রীর তরফ থেকে সেই একই 'জন্মদিনের উপহার' পাওয়া গেল !!! আজ আমার জন্মদিন বলে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নাড্ডা জি"র সভা শেষ করে একটু আগে বেরিয়ে এসেছিলাম, ফেরার সময়ও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি !!! (সভাস্থল ছেড়ে আসার ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে ঘটনা) !!!

আমার গাড়ি এবং আমার পাইলট কার ভাঙচুর করা হলো !!! পাথরের টুকরো ছিটকে আশায় ব্যথা লাগলো ঘাড়ে !!! আর ৬ মাস অপেক্ষা করুন, 'উপহার' সুদ সমেত ফেরত পাবেন !!!'

শ্রীপদ নায়েক

পাচের পাতার পর

সাংগঠনিকভাবে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার মঞ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সামরিক বাহিনীর কর্তাদের জন্য সাংবাদিকতার পাঠক্রমের বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। তার সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এ কথা জানিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত আইআইএমসি অধিকর্তা অধ্যাপক সঞ্জয় দ্বিবেদী জানিয়েছেন, গোটা বিশ্ব করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা করে চলেছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে একটি শব্দবন্ধ খুব প্রচলিত হয়ে উঠেছে। আর সেটা হল "ইনফো-ডেমিক "। এত তথ্যের মাধ্যমে কোনটা সত্য কোনটা অসত্য সেটা কে বেছে নেওয়া খুব দুষ্কর হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতা নিয়ে আলোচনা এবং জ্ঞান আরোহন করাটা জরুরি হয়ে পড়ে।

প্রকাশ জাভড়েকরের

তিনের পাতার পর

বৃহস্পতিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রকাশ জাভড়েকর লিখেছেন, সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ঐক্যবদ্ধভাবে দিল্লির দূষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এমনটা হলে দিল্লিবাসীরা কিছুটা স্বস্তি পাবে। পরিবেশ মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এর তরফ থেকে নির্দেশিকা জারি করে ভবন নির্মাণ কাজে বা অন্যান্য কোন নির্মাণ কাজের সময় ধুলো যাতে না ওড়ে তার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য ইতিমধ্যেই দিল্লি জল বোর্ড, রাজ্যের পূর্ত দফতর, ডিএমআরসি, এমটিএনএল-কে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে মোদী সরকার : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এবার রাহুল গান্ধীর দাবি, "দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে মোদী সরকার।" বৃহস্পতিবার (১০ ডিসেম্বর) বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে, একটি মিডিয়া রিপোর্ট নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আপলোড করে রাহুল লিখেছেন, "দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রতিটি শ্রেণীর অধিকারকে সম্মান করতে হবে আমাদের।"

আক্রমণাত্মক টুইট মোদী সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল লিখেছেন, "দরিদ্রদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিচ্ছে মোদী সরকার। এটা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রতিটি শ্রেণীর অধিকারকে সম্মান করতে হবে আমাদের।" প্রসঙ্গত, কখনও অর্থনীতি, কখনও কৃষক আন্দোলন, কখনও আবার কর্মসংস্থান নিয়ে মোদী সরকারকে আক্রমণ করেই চলেছেন রাহুল গান্ধী।

দৈনিক মৃত্যু কমছে ওড়িশায় মোট করোনা-আক্রান্ত ৩,২২,৬৪২

ভুবনেশ্বর, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় কমছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুও আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪৩ জন। ফলে ওড়িশায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২২, ৬৪২। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৭৯৪। সুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে ওড়িশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,১৭,৪১২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৪৪২ জন, যা দৈনিক আক্রান্তের থেকেও বেশি।

বৃহস্পতিবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৩৪৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,২২,৬৪২। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৩৮৩ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,১৭,৪১২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৭৯৪-এ পৌঁছেছে।

সক্রিয় রোগী ৭,৪৯৭ জন, তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১,৪৮২

হায়দরাবাদ, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা কমেই চলেছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায়। পাশাপাশি মৃত্যু কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র দু"জনের মৃত্যু হয়েছে। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৪৩ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৭৫,৯০৪ এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৮২ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৬৬,৯২৫ জন।

বৃহস্পতিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৬৪৩ জন এবং মৃত্যু হয়েছে দু"জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৮০৫ জন। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২,৬৬,৯২৫ জন করোনা-রোগী। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৭,৪৯৭ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৬.৭৪ শতাংশ।

মাতৃহারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : মাতৃহারা হলেন আসানসোলের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। বুধবার রাতে নয়াদিল্লির গুরুগ্রামের এক হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর মায়ের। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩। ফেসবুকে মায়ের সঙ্গে ছবি দিয়ে পোস্টে লিখেছেন, আমার মায়ের হাত দুটোকে খুব শক্ত করে ধরে ছিলাম গত তিন সপ্তাহ ধরে.. এক মিনিটের জন্যও ছাড়িনি...। ভেবেছিলাম ভগবান, যাঁর থেকে কখনো কিছু চাইনি, কখনো কোনো কিছু পাওয়ার লোভে মানতকরিনি, উপোষ করিনি, ৩৬৫ দিন আমিষ খেয়েছি, তিনিও নিশ্চয়ই আমার থেকে কিছু চাইবেন না !! কিন্তু আমার হাত ছড়িয়ে মা কে ছিনিয়ে নিলেন তিনি... কেন? কারণ তিনি ভগবান?

কিসের এতো তাড়া ছিল, মাত্র ৭৩ বছর হয়েছিল। অন্তত আরো দশ বছর তো থাকতেই পারতো মা আমার সাথে! করোনার ভয়ে মা বাবাকে আমার কাছে দিল্লীতে এনে রেখেছিলাম। সেই বাইশ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়েছিলাম - মাঝে মাঝে মনে হতো এই দুর্যোগের মধ্যেও অন্তত তিনশো দিন মা বাবার সাথে একসাথে থাকার/ সময়ে কাটানোর সুযোগ পেলাম !!

ওই তিনশো দিনের বদলে আমার মাকে কেড়ে নিলো.... !! মাকে ছাড়া জীবন সম্পর্ক আমার কোনোও ধারণা নেই..। কাল সূর্য উঠলে নতুন এক পৃথিবীকে দেখবো.. মায়ের হাত ধরেই তো ছোট থেকে সব চিনেছি.. এবার..।

করোনা পজিটিভ হওয়ায় তিন সপ্তাহ ধরেই গুরুগ্রামের একটি হাসপাতালে ভরতি ছিলেন বাবুল সুপ্রিয়র মা। সাত দিন আগেই তাঁর করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। কিন্তু, তারপরই বুধবার রাতে তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, একাধিক অঙ্গ বিকল হওয়ায় বুধবার রাত দশটা নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন আসানসোলের বিজেপি সাংসদের মা।

করোনার অনিশ্চয়তার মাঝেই চার জেলায় বইমেলা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : করোনা মহামারির জেরে বইমেলার দিন-ক্ষণ এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু এর মধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে রাজ্যে চার জেলায় বইমেলা নিয়ে।

২০২১ সালের ২৮ জানুয়ারি থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা হওয়ার কথা ছিল। এর থিম হওয়ার কথা বাংলাদেশ। কিন্তু করোনা বিপর্যয়ের কারণে আন্তর্জাতিক উড়ান বন্ধ। তাই বিদেশি প্রকাশনা সংস্থাগুলির এই বইমেলায় যোগদানের বিষয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। বইমেলা কবে শুরু করা যাবে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সে বিষয়ে গিল্ডের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। তবে গিল্ড এ বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কোনও মতামত জানাতে পারেনি।

রাজ্য সরকার অন্যান্য জেলার বইমেলার দিন-ক্ষণ ঘোষণা করে দিয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বইমেলা শুরু হচ্ছে ৫ জানুয়ারি থেকে, চলবে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। উত্তর ২৪ পরগনায় বইমেলা শুরু হচ্ছে ২০ জানুয়ারি থেকে, চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। হাওড়া জেলায় বইমেলা শুরু হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি থেকে, চলবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত। হুগলী জেলায় ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বইমেলা, চলবে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলা ঘোরা বাঙালির কাছে এখন এক নিয়ম হয়েই দাঁড়িয়েছে। করোনার আবহে যে তা ধাক্কা খাবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

মানবাধিকার রক্ষায় আমরা সক্রিয় দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.) : গত সাড়ে ন'বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১৯টি মানবাধিকার আদালত খোলা হয়েছে বলে দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার মানবাধিকার দিবসে তিনি টুইটে লিখেছেন, "এখন গণতন্ত্রকে ধ্বংশ এবং মৌলিক অধিকার বিনাশ করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে। চেষ্টা চলছে মানুষের কণ্ঠরোধের। আমরা মানবাধিকারকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছি।

আমার ক্রমাগত দাবি এবং আন্দোলনের ফলে ১৯৯৫ সালে এ রাজ্যে মানবাধিকার কমিশন তৈরি হয়। গত সাড়ে ন'বছরে পশ্চিমবঙ্গে ১৯টি মানবাধিকার আদালত খোলা হয়েছে। সবাইকে আমার শুভেচ্ছা।'

নাড্ডার নিরাপত্তা নিয়ে শাহকে চিঠি দিলীপের রিপোর্ট তলব রাজ্যের কাছে

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): বুধবার দুপুরে দু"দিনের রাজ্য সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। প্রথম কর্মসূচি ছিল কলকাতায় রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন। বুধবার নাড্ডা হেস্টিংসে গিয়েছিলেন দলের নির্বাচনী কার্যলয়ের উদ্বোধন করতে। আশঙ্কা ছিলই, সেই মতো সেখানেই প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তাই জে পি নাড্ডার নিরাপত্তায় গাফিলতি ও খামতির অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখল রাজ্য বিজেপি। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসনকেও অবগত করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সূত্রের খবর, রাজ্যের কাছে এ নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রাজ্য প্রশাসনকে লেখা চিঠিতে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ উল্লেখ করেছেন, 'দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নিরাপত্তায় যথেষ্ট খামতি ছিল। রাজ্য পুলিশের মানসিকতা ছিল উদাসীন। লাঠি-বাঁশ নিয়ে ২০০ জন দুষ্কৃতী এসেছিল হেস্টিংসের কার্যালয়ে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের আটকায়নি। সারাদিনের কর্মসূচিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থান যাওয়ার জন্য পাইলট কারকেও নিরাপদ স্থান দেওয়া হয়নি।' দিলীপের মতে, নাড্ডার উপর আক্রমণ হতে পারে। তার পরই তিনি বৃহস্পতিবার চিঠি দেন শাহকে। সূত্রের খবর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার পরই রিপোর্ট চান রাজ্যের কাছে।

উল্লেখ্য, বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির গাড়ি এসে দাঁড়ায় হেস্টিংসের আগরওয়াল হাউসে, বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে। নাড্ডা গাড়ি থেকে নামতে না নামতেই, সেখানে চলে আসে জনা পঞ্চাশেক বিক্ষোভকারী। হাতে কালো পতাকা। গো ব্যাক স্লোগানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানানো হয়। এর প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রাজ্য প্রশাসনকে চিঠি লিখেছে রাজ্য বিজেপি।

এদিকে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সভার আগে বৃহস্পতিবার অশান্তি ডায়মন্ড হারবারে। বৃহস্পতিবার সকালে ডায়মন্ড হারবারের নতুন পোলের কাছে দলীয় পতাকা ও ব্যানার লাগানোর সময় ডায়মন্ড হারবার টাউন মণ্ডল সভাপতি ও এক কর্মীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। গুরুতর জখম অবস্থায় দুই কর্মীকেই ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাপাতালে ভর্তি করা হয়। যদিও তৃণমূল সেইঅভিযোগ অস্বীকার করেছে। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব জানিয়েছে, নাড্ডার বৈঠকের আগে বৃহস্পতিবার শহরজুড়ে পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড লাগাচ্ছিলেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। ডায়মন্ড হারবার টাউন মণ্ডলের সভাপতি সুরজিত হালদারের নেতৃত্বে বেশ কিছু বিজেপি কর্মী এই কাজ করছিলেন। অভিযোগ, আচমকা নতুন পোলের কাছে তৃণমূলের বেশ কিছু দুষ্কৃতী লাঠি, রড নিয়ে চড়াও হয়। বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। গুরুতর আহত হয়েছেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি সুরজিৎ হালদার ও বিজেপিকর্মী সৌরভ মণ্ডল। দলের কর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

চিড়িয়াখানা মুখী শহরবাসী

কলকাতা,১০ ডিসেম্বর (হি স): বৃহস্পতিবারের সকাল জানান দিচ্ছে শীত আগত। বেলা বাড়তেই মিঠে রোদে গা ভাসাচ্ছে শহরবাসী। আর শীত পড়তে না পড়তেই শহরবাসী ঢু মারছে তাদের প্রিয় জায়গা চিড়িয়াখানায়। বৃহস্পতিবার শীত পরতে না পরতেই চিড়িয়াখানামুখী শহরবাসী।

করোনা আবহে বেশ কয়েক দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে দ্বার খুলেছে আলিপুর চিড়িয়াখানার। তারই মাঝে আবার লক্ষ্মী জিরাফ দিয়েছে সুখবর। চিড়িয়াখানার নতুন সদস্য ছোট্ট জিরাফকে দেখতে মিঠে রোদে গা ভাসিয়ে আলিপুরে ভিড় জমিয়েছে পশুপ্রেমীরা। গত ২৭ নভেম্বর এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেন লক্ষ্মী নামের ওই জিরাফ। জন্মের পর গত আটদিন জিরাফের স্বাস্থ্যের দিকে নজর ছিল চিকিৎসকদের। শনিবার আতুঁড় ঘর থেকে প্রথম বের হয় ছোট্ট জিরাফ। জিরাফ শিশুর ও তার মা লক্ষ্মীকে দেখতে ভিড় জমেছে শহরবাসী। শুধু জিরাফই না জিরাফের পাশাপশি অন্যতম আকর্ষণ শিম্পাঞ্জি বাবুকে দেখতে চিড়িয়াখানায় ভিড় জমাচ্ছে শহরবাসী।

নতুন সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি. স.): কৃষক আন্দোলনের মধ্যেই রাজধানী দিল্লিতে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অন্তর্গত নতুন সংসদ ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হল দেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস।

শতাব্দী প্রাচীন এই দলটির মুখপাত্র রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা জানিয়েছেন, ইতিহাসের পাতায় আজকের এই দিনটি অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। একদিকে বিগত ১৬ দিন ধরে অন্নদাতারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকারের দাবিতে লড়াই করে চলেছে। অন্যদিকে সরকার নিজেদের জন্য প্রাসাদ তৈরি করতে ব্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মনে থাকা উচিত গণতন্ত্রে ক্ষমতার মানে হচ্ছে জনসেবা এবং লোক কল্যাণ করা। বিক্ষোভরত কৃষকদের সমস্যার সমাধান না করে নতুন সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিকে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের মুখপাত্র নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ইতিহাসে এই দিনটি নথিভূক্ত হয়ে থাকবে। যেখানে অন্নদাতারা ১৬ দিন ধরে নিজেদের অধিকারের দাবিতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে অন্যদিকে সেন্ট্রাল ভিস্তার নাম করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের জন্য প্রাসাদ বানিয়ে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অন্তর্গত নতুন সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে এদিন অংশগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই প্রকল্পের সব মিলিয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা। ইন্ডিয়া গেট থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত ব্যাপ্তি এই প্রকল্পের।

বার্সায় মেসির কাছ থেকে শিখতে চান পেদ্রি

সব গুঞ্জন মিথ্যে করে দিয়ে কাম্প নউয়েই থাকবেন মেসি-আশা বার্সেলোনার তরুণ ফুটবলার পেদ্রির। বড় মঞ্চের তারকা হয়ে উঠতে 'বিশ্বের সেরা ফুটবলারের' কাছ থেকে শিখতে চান গত মাসে কাতালান ক্লাবটিতে যোগ দেওয়া ১৭ বছর বয়সী অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।এই স্প্যানিয়ার্ডকে পেতে গত বছরের সেপ্টেম্বরে তার সেই সময়ের ক্লাব লাস পালমাসের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছায় বার্সেলোনা। চুক্তি অনুযায়ী পেদ্রি গত ১ জুলাই যোগ দেন কাতালান দলটিতে।আনুষ্ঠানিকভাবে বুধবার পেদ্রিকে গণমাধ্যমের সামনে আনে বার্সেলোনা। এসময় তার পাশে ছিলেন ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ ও এরিক আবিদালের জায়গায় স্পোর্টিং ডিরেক্টর হয়ে আসা রামোন প্লানেস।ক্যারিয়ারের শুরুতে এত বড় দলে যোগ দিতে পেরে দারুণ খুশি পেদ্রি। সঙ্গে থাকবে নতুন ঠিকানায় দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। তবে, সব চাপ সরিয়ে মূল দলে জায়গা পেতে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য তার।আন্দ্রেস ইনিয়েস্তাকে আদর্শ মানা পেদ্রি মুখিয়ে আছেন মেসির সঙ্গে খেলার জন্য।"আমার সবসময়ের আদর্শ আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা। আর এখন আমি বিশ্বের সেরা ফুটবলারের কাছ থেকে শিখতে চাই, যিনি হলেন লিও মেসি।"কাম্প নউয়ে থেকেই নিজেকে গড়ে তোলার ভাবনা পেদ্রির। তবে শুরুতে অন্য কোনো দলে তাকে ধারে পাঠানোও হতে পারে, যেন নিয়মিত খেলার সুযোগ পেয়ে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন।"আমরা প্রথম চাওয়া হলো এখানে থাকা এবং বিশ্বের সেরা ফুটবলারের সঙ্গ উপভোগ করা। যদিও ট্রান্সফারের সম্ভাবনা আমি উড়িয়ে দিচ্ছি না।"

'পাকিস্তানের প্রয়োজন ধোনির মতো অধিনায়ক'

ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজ বাঁচাতে মাঠে নামছে পাকিস্তান, অধিনায়ক আজহার আলি লড়ছেন দলে জায়গা বাঁচাতে। পাকিস্তান অধিনায়কের ফর্ম নিয়ে যখন আলোচনা তুমুল, কামরান আকমল তখন তুলে ধরলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির উদাহরণ। পাকিস্তানের এই কিপার-ব্যাটসম্যানের মতে, তাদের প্রয়োজন ধোনির মতো একজন অধিনায়ক।ধোনির অবসর ঘোষণার পরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভারতীয় কিংবদন্তির প্রতি সম্মান জানিয়েছিলেন আকমল। এবার পাকিস্তানের একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি তুলে ধরলেন তোর চোখে ধোনির বিশেষত্ব।" এমএস ধোনি ছিলেন এমন একজন, যিনি দলকে এগিয়ে নিতেন। যদি কেউ নিজের জায়গা পাকা করার জন্য অধিনায়কত্ব করে, নেতৃত্ব তখন তার জন্য খুব সহজ। দলের জয়-হার নিয়ে তার ভাবনা থাকে না।"" কিন্তু ধোনির ছিল এই বিশেষত্ব, সে দল গড়ে তুলেছে, পাশাপাশি নিজের পারফরম্যান্সও ছিল বিশ্বমানের। যে ক্রিকেটারদের সে গড়ে তুলেছে, এখনও তারা এক নম্বর। সে কেবল দেশেরই ভালো চেয়েছে।"পাকিস্তানের এখন এই জায়গাতেই ঘাটতি দেখেন আকমল। ৩৮ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার তাই খুঁজছেন ধোনির মতো একজনকে।" পাকিস্তানে এরকম অধিনায়কই প্রয়োজন। আমরা ইনজি ভাই (ইনজামাম-উল-হক) ও ইউনিস (খান) ভাইকে দেখেছি, তারা দলকে বয়ে নিয়েছেন। এখনকার ওদের আমরা দেখি কেবল নিজের জায়গা ধরে রাখার জন্য খেলতে। দলের জয়-হার তাদের কাছে কোনো ব্যাপার নয়। যে কোনো দলের জন্য এসব ক্ষতিকর।"

মাঠে ফিরছে লিভারপুলের স্বপ্ন যাত্রা

গত মার্চে, অ্যাস্টন ভিলাকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচের পর কেটে গেছে ঠিক ১০০ দিন। অনাকাঙ্ক্ষিত দীর্ঘ বিরতিতে অনিশ্চয়তার নানা বাঁক পেরিয়ে আবার মাঠে ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ। চিরচেনা পরিবেশে নয় ঠিকই, তবে বিশ্বজুড়ে ফুটবলপ্রেমীদের জন্য প্রতিযোগিতাটির ফেরাটাই অনেক কিছু।

লিগ ফেরানোর জন্য সম্ভবত সবচেয়ে উন্মুখ ছিল লিভারপুল। সব ঠিকঠাক এগোলে মার্চেই হয়তো তিন দশকের অপেক্ষার শেষ হতো দলটির, ঘরে তুলতো লিগ শিরোপা। করোনাভাইরাসের প্রার্দুভাবে থমকে যায় সবকিছু। স্বপ্ন ছোঁয়ার খুব কাছে দাঁড়িয়ে ভেস্তে যেতে বসে তাদের এতো দিনের সব চেষ্টা। তীরে এসে তরী ডোবার মতো অবস্থা। অবশেষে আরাধ্য সে স্বপ্ন সত্যি করার সুযোগ পাচ্ছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। মাত্র দুটি ম্যাচ জিতলেই প্রথমবারের মতো ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের মুকুট পরবে তারা। এক যুগ পর প্রিমিয়ার লিগে ফিরে তাক লাগিয়ে দিয়েছে শেফিল্ড ইউনাইটেড। শীর্ষ চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনা জাগিয়েছে দলটি। অবনমনের শঙ্কায় থাকা অ্যাস্টন ভিলার মাঠে তাদের ম্যাচ দিয়েই ফিরতে যাচ্ছে ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ প্রতিযোগিতাটি। বুধবার ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায়। দুই ঘণ্টা ১৫ মিনিট পর দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ম্যানচেস্টার সিটি ও ইউরোপীয় প্রতিযোগিতায় জায়গা পাওয়ার লড়াইয়ে থাকা আর্সেনাল।

এই ম্যাচের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকবে লিভারপুল। লিগ স্থগিত হওয়ার আগে টানা তিন ম্যাচে জেতা আর্সেনাল জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারলে লিভারপুল শিরোপা জেতার কাজটা সারতে পারে ফেরার ম্যাচেই। আগামী রোববার এভারটনের মাঠে খেলবে দলটি।

২৯ ম্যাচে ২৭ জয় ও এক ড্রয়ে ৮২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ১৯৮৯-৯০ মৌসুমে ১৮ লিগ শিরোপার সবশেষটি জেতা লিভারপুল। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে টানা দুবারের চ্যাম্পিয়ন পেপ গুয়ার্দিওলার দল সিটি।

শিরোপা লড়াই অনেক আগেই একপেশে হয়ে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে।

২০১৫-১৬ মৌসুমে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে লিগ শিরোপা জিতে নেওয়া লেস্টার সিটি ২৯ ম্যাচে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে আছে তিন নম্বরে। ৫ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে চার নম্বরে চেলসি। সেরা চারে থেকে লিগ শেষ করার সম্ভাবনায় ভালোভাবে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড (৪৮), উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্স (৪৫) ও শেফিল্ড (৪৩)।

FORM B
(See rule 3, 3A and 4)
No. F.18(28)/ DM(D)/ F.1.1iC/ MC&N P/ DCA/2020/ 5103 Dated, the 10th Dec,2020

ORDER

WHERFAS in pursuance of sub-rule 3 and rule 3A of the 'Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, 1994 read with Section 12 of the Tripura Municipal Act, 1994, the undersigned as prescribed authority had published the draft Delimitation of Constituencies (Wards) indicating the seats reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Women for Election to the Municipal Council, Ambassa vide No.F.18(28)/DM(D)/ELEC/ NP/ DCA/2020/5078, dated 26th November,2020 and in accordance with the provisions of rule 4 of the aforesaid Ruls invited objections/Suggestions, if any, in respect or the said draft Delimitation and determination of reserved seats so published from any person or Institution or any other interested Party;

AND

WHERFAS the said draft Delimitation of Constituencies (Wards) including reservation of seats for Schedule Caste, Scheduled Tribe & Women of Municipal Council, Ambassa was published in the Tripura Gazette on 26.12.2020;

AND

WHERFAS all the objections/suggestions received in relation to the said draft within the stipulated period from 27.11.2020 to (13.12.2020 were considered by the undersigned for finalization of the Delimitation of the Constituencies (Wards) and reservation of seats for Scheduled Caste, Scheduled Tribe & Women.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 3 and 3A of the Tripura Municipal (Delimitation of Constituencies) Rules, .1994 road with Section 12 of the Tripura Municipal Act, 1994, I hereby divide and determine the Municipal Council, Ambassa into wards in accordance with the provisions of the aforesaid Act and the said rules indicating in the Schedule below the name of the Municipality in column (2), number of constituency in column (3), the e. lent of constituency in column (•1), constituency or constituencies reserved for SCs and S'I.s in column (5) and constituency or constituencies reserved for Women in column (6) of the said Schedule.

FORM-"B"

THE SCHEDULE

Name of Municipality	Number of Members to be elected to Municipality	Number of Constituency	Extent of the Constituency					Constituency reserved for SC & ST		Constituency reserved for Women		
1	2	3	4					5		6		
			Sub-Division	T.K	Rev. Mouja	Name of Para	Description of boundary	SC 5(a)	ST 5(b)	SC 6(a)	ST 6(b)	UR 6(c)
Ambassa	15	Ward No-1	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Dalubari Colony Dalubari (E/W)	North- Rail line over Bridge (Kalanachara GP) South :- Kamalachara VC East - NH-08 West :- Kamalachara VC	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-2	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	TRTC Para (P) Ambedkarnagar Colony (P) Modak Colony Malakar Basti Halal Colony TRTC Colony Bhowlabasti (P) Dalubari Bazar (From Kush Rd. Paul house to Ratan Pal house, near Kulai Chara Bridge)	North :-Ambassa Kamalpur road to Kulai Chara via Brick field South - Kamalachara VC East :- Eco park West - Kulaichara	-	-	Reserved for SC Women	-	-
Ambassa	15	Ward No-3	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Bhowlabasti (P)	North :- Kulai GP South :-Ambassa, Kamalpur road to Kulaichara via Brick field East - Ambassa Kamalpur road West - Kalaichara	-	-	-	Reserved for ST Women	-
Ambassa	15	Ward No-4	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Shantipara (P) Ashokpalli Vivekanandanagar (P) (From TGB, Ambassa Br. office to Abhish Debroy house via Chinmoy Deb house and from Ratan Das house to Harilal Sharma via Naresh Sharma house	North:- Harilal Sharma house. South:- Ambassa PS road, East:- NH-08 to Amit Sen house via Ramthakur Ashram West:- Ambassa Kamalpur road.	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No- 05	Ambassa	Ambassa	Ambassa	TRTC Para (P) (From Adhir Sikder house to Pradip Podder house) Kanchanpur Proper (P) (From Sanghati Club to Adhir Sikder house) TRTC Colony (P) (From Prabir Podder house to Monoranjan Biswas house) Ambedkarnagar Colony (P)	North:- NH-08 South:- Ambedkar Nagar Road East:-Sanghati Club West - Ec o Park	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-6	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Ambassa Bazar (P) TRTC Colony (P) TRTC Para (P)	North:- NH-08 South :-Rajpara East :- Road from Public Library to Forest Nursery via TRTC Para SB School West :- Road from NH-08 to Forest Nursery	Reserved for SC	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-7	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Ambassa Bazar (P) (From Bipin Setu to Shekhar Datta house) TRTC Colony (P)	North :- Dhalai river South :- Jagannathpur VC/ Tatamacera (Up to Sanjoy Dey house) East - Dhalai river West- NH-08, Public Library to Forest Nursery road	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-8	Ambassa	Dalubari	Kanchanpur	Vivekananda Nagar(P) Subhashpalli Shantipara (P) (From Netaji Play Centre to Tapash Karmakar house)	North:- Rail line (Kulai GP) South:- PS road East:- Dhalai river West:- Ambassa - Kamalpur Road	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-9	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony (P) Ambassa Megazine (P) Chandraichara (P) Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P)	North:-Lalchari VC South:- NH-08 East:- Ambassa Marachara road near the house of Sri Pradip Das, S/O-Sunil Das West:- Dhalai river	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No- 10	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony Part No-1 (P) (From Nitai Saha shop to LI Pump house nera Dulal Debnath house via Jagadish Pal house) Ambassa Colony Part No-2 (P) (Sahir Bhattacharjee house to Bishnu Rudra Pal house Ambassa Colony (P) (From Bipin Pal Setu near Sarkar Pal house to near Nitai Saha Saw mill)	North:-NH-08 South - Dhalai river East:- LI Pump road near Dulal Debnath house West:- Gobinda Tilla road	-	-	-	-	Reserved for Women
Ambassa	15	Ward No-11	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P)	North:- Lambachara South:- PWD road East:- Ambassa Colony & PWD road West:- Village road from Aindra Debnath house to Sunil Sarkar house	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-12	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P)	North:-LI Pump house near the house of Dulal Debnath. South - Dhalai river East:-Gobinda Tilla road West:-From opposit side of Saw Mill, from near Swapan Deb shop to Anil Pal house	-	-	Reserved for SC Women	-	-
Ambassa	15	Ward No-13	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Chandraichara (P) Ambassa (P) Ambassa Colony (P)	North:- Lalchari VC & Bagmara VC South - Chandraichara East:- Bagmara VC & House of Gouranga Sutradhar West:-Marachara Road	-	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-14	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Ambassa Colony (P) Ambassa Megazine (P) Chandraichara (P) Ambassa Colony No-1 (P) Ambassa Colony No-2 (P) Lambachara (P) Jawharnagar (P) Sadhutilla (P)(From Santosh Sutradhar house to Radha Mohan Memorial Ashram School)	North:- Chandraichara, Bagmara VC, Paizabari road South:- Lambachara & Lambachara road East:-Radha Mohan Ashram road West:- Ambassa Colony road, opposit side of Dhalai Zilla Parisad Office	Reserved for SC	-	-	-	-
Ambassa	15	Ward No-15	Ambassa	Ambassa	Ambassa	Lambachara (P) Bhaiya Para Jawharnagar (P) Sadhu Tilla (P)	North:- Bagmara VC South:- Jail road East:- Kathal Bari VC West:- Radha Mohan Ashram road	-	Reserved for ST	-	-	-

(Govekar Mayur Ratilal, IAS DMEOO (DM & Collector)
Dhalai Districtm Jawaharnagar

ICA/D-1040/2020-21

TENDER NOTICE

Sealed quotation for 'SUPPLY OF FURNITURE' within Kakraban Agri. Sub-Division, Udaipur, Gomati, Tripura, will be received on 23-12-2020 in the chamber of Superintendent of Agriculture, Kakraban, Udaipur, Tripura, from 11 A.M to 3 P.M. for details, please visit www.agri.tripura.gov.in. or Office of the Supdt. of Agriculture, Kakraban.

ICA/C-2398/2020-21

Superintendent of Agriculture
Kakraban Agri. Sub-Division
Udaipur, Gomati, Tripura

Notice Inviting Tender Sealed Tenders are invited on behalf of the State Resource Centre, Shyamalibazar, Agartala from the bonafide Indian citizen and from the registered vehicle owners for hiring 1 (one) Nos "Mahindra Bolero Vehicle (Latest Model)" on monthly rental basis for a period of 1 (one) year.

Sealed Tender will be received in the office of the undersigned either by post or by hand during office hour upto 02/01/2021, from the date of publication and will be opened on 04/01/2021 at 12.00 Noon in presence of the intending tenderer(s) or the authorized representative(s). Terms 86 Conditions may be obtained at free of cost from the Office of the Member Secretary, SRC, ShyamaliBazar, Agartala.

(Dr.S.K.Chaknia)
(MS,SRC,Tripura State)

ICA/C-2391/2020-21

■Phone : 0381-2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018-2020

বিশালগড়ে ভূমিকম্পের উপর মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার বিশালগড়ে একটি বেসরকারি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে ভুমিকম্পের উপর একটি মহড়া অনুষ্ঠিত করেন মহড়ায় অংশ নেন গোকুলনগর এনডিআরএফ, ফায়ার সার্ভিসের,পিডব্লিউ, সিএপিএফ,রেড ক্রস সোসাইটি এবং এনজিও দল।. বিশালগড় মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে থেকে এনডিআরএফ কর্মীরা ছুটে আসেন বিশালগড়ের বেসরকারি বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সামনে। এই মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ডিসিএম সুব্রত মজুমদার, বিশালগড় থানার ওসি দেবাশীষ সাহা,বিএসএফ, টিএসআর,ডাক্তার,নার্স অন্যান্য অনেক এনজিও এর প্রতিনিধিরা। বৃহস্পতিবার এর মহড়াকে দেখার জন্য রাস্তার দুই দিকে প্রচুর লোক জমায়েত হয় ন সিপাহীজলা জেলা প্রশাসন এবং বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভুমিকম্পের মহড় সম্পূর্ণ করেছে। গোকুলনগর এনডিআরএফ কর্মীরা বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এর ত্রিতল থেকে যারা যারা আহত হয়েছে তাদেরকে খুব যত্ন সহকারে নামিয়ে আনেন ন রাস্তায় দুই ধারে প্রচুর লোকের সমাগম লক্ষ করা গেছে মহড়া দেখার জন্য ন এনডিআরএফ টিমের প্রথম ব্যাটেলিয়ন কমান্ডেন্ট সন্তোষ কুমার শিং বলেন, এই মহড়াগুলি উচ্চ মাত্রার একটি ভূমিকম্প সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করে। মক ড্রিলস প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা প্রস্তুতি এবং আপডেট করার সুবিধা দেয় এবং আন্তঃ বিভাগীয় সমন্বয় বিকাশ করে।

রাজ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির পর্যালোচনার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের প্রধান সচিব জীতেন্দ্র কুমার সিনহার পৌরোহিত্যে আজ এক সভা মহাকরণের দুই নম্বর কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে স্টেট সার্ভিলিয়েন্স অফিসার ডাঃ দীপ কুমার দেববর্মা রাজ্যে জেলাভিত্তিক কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতি তুলে ধরেন। পাশাপাশি এই সভায় রাজ্যে কোভিড নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং আগামীদিনে কোভিড ১৯ পরিস্থিতির মোকাবিলায় কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। দপ্তরের প্রধান সচিব জীতেন্দ্র কুমার সিনহা বর্তমানে কোভিড রোগীর সংখ্যা ক্রমহাসমান হলেও এক্ষেত্রে আত্মসন্তুষ্ট না হয়ে ভবিষ্যতের কথা ভেবে আরও সতর্ক ও সজাগ থাকার আহ্বান জানান। তিনি জানান রাজ্য সরকার কোভিড-১৯জনিত পরিস্থিতির মোকাবিলায় আন্তরিকভাবে সচেষ্ট এবং এক্ষেত্রে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহবান জানান। সভায় পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা, রাজ্য স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জয়সবাল সহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের রাজ্যস্তরের ও জেলাস্তরের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

সামনেই বড়দিন। তাই চলছে বাজারে আগাম প্রস্তুতি। ছবি-নিজস্ব।

ত্রিপুরায় বাঙালি নির্যাতনের প্রতিবাদে শিলচরে 'আমরা বাঙালী'র বিক্ষোভ, আট দফা দাবি সংবলিত স্মারকপত্র রাষ্ট্রপতিকে

শিলচর (অসম), ১০ ডিসেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়, মিজোরামের পাশাপাশি ত্রিপুরায় ইদানীং বাঙালি নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে। বাঙালি হত্যা ও নির্যাতনের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার শিলচরে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিমূর্তির পাদদেশে 'আমরা বাঙালী' বিক্ষোভ-ধরনা কর্মসূচি পাবন করেছে।

ত্রিপুরায় পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রীকান্ত দাস, মেঘালয়ে নিখিল দে ও দিলোয়ার হোসেন হত্যা, মিজোরামে পুলিশি হেফাজতে ইন্তাজ আলি লস্কর হত্যা, ত্রিপুরায় বাঙালিদের অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবি, অসমে নাগরিকপঞ্জি নিয়ে রাজনীতি এবং আইনের প্যাঁচে অসংখ্য বাঙালিকে বিদেশি বানানো প্রভৃতির প্রতিবাদে জ্বালামুখী বক্তব্য পেশ করেছেন বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা।

আজ বেলা এগারোটা থেকে বেলা দুটা পর্যন্ত চলে বিক্ষোভ-ধরনা কর্মলূচি। 'আমরা বাঙালী' আহূত ধরনা কর্মসূচিকে সমর্থন করে অংশগ্রহণ করেছিল এআইইউডিএফ, আম আদমি পার্টি, বঙ্গ সাহিত্য ও সম্মিলনী, ইয়ুথ অ্যাগেইনস্ট এভিলস নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমিতি, পাঁচগ্রাম পেপারমিল রিভাইভাল কমিটি সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তারা। সাম্প্রতিককালে অসমের মাটিতে মিজো আগ্রাসন, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরামে চূড়ান্ত বাঙালি নির্যাতনের ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে সরকারের নমনীয়তা নিয়ে উদ্বেগ ব্যক্ত করে বক্তব্য পেশ করেন বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বরিষ্ঠ সাংবাদিক অতীন দাশ, পাঁচগ্রাম পেপার মিল রিভাইভাল কমিটির কর্মকর্তা মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজসেবী শরিফুজ্জামান লস্কর, আপ নেতা মৌলানা ফরিদ সাহেব, আনোয়ার হোসেন, প্রাক্তন বিধায়ক আতাউর রহমান মাঝারভুইয়াঁ, এআইইউডিএফের ফয়জুর আহমেদ, আমরা বাঙালীর অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ, অমলকান্তি দাস, ইয়াসি-র দিলীপ সিং প্রমুখ।

মোট আয়তন দশ হাজার ছয়শো একানব্বই বর্গ কিলোমিটারের ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার। অথচ একুশ হাজার আটশো সত্তর বর্গ কিলোমিটারের বেশি জমি সংবলিত মিজোরামের জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তার পরও মিজোরামের ব্রু রিয়াং জনগণকে ত্রিপুরা রাজ্যে সুকৌশলে পুনর্বাসন দিয়ে বাঙালিদের বিপদঘণ্টা বাজানোর গভীর চক্রান্ত চলছে। ৪২ হাজার তথাকথিত ব্রু রিয়াংদের পুনর্বাসন দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের অন্ন-বস্ত্র বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা মেটাতে মিনিমাম গ্যারান্টির ব্যবস্থা করে দেওয়া। তা করতে গিয়ে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থানকে পিছিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। রিয়াংদের কর্মসংস্থান প্রদানের মাধ্যমেই বাঙালি জনগণকে বঞ্চিত করার নামান্তর হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বক্তারা।

সাধন পুরকায়স্থ বলেন, বিগত দিনে বিভিন্ন শিবিরে থাকাকালে স্থানীয় বাঙালি বাড়িতে চুরি ডাকাতির পাশাপাশি মারধর করে বাঙালিদের নির্যাতন করেছে ব্রু রিয়াং শরণার্থীরা। তিনি বলেন, মিজোরাম থেকে আগত ব্রু রিয়াং জনগণকে শরণার্থী বলা যায় না। কারণ তারা ভারতের অঙ্গরাজ্য মিজোরাম থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরার মান্দাই সহ বিভিন্ন স্থানে একতরফা ভাবে বাঙালি গণহত্যা, লুটপাট, ছিনতাই, বাড়িতে অগ্নি সংযোগ প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্যকলাপের শিকার বাঙালিদের তা-হলে শরণার্থী বলা হবে কি?

এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করে সাধন পুরকায়স্থ বলেন, মিজোরামের ব্রু রিয়াংদের ত্রিপুরায় শরণার্থী হিসেবে পুনর্বাসন দেওয়া হলে ১৯৮৩ সালে অসমে নেলির গণহত্যা, গহপুরের গণহত্যা, ১৯৫০ সালে একতরফা বাঙালির উপর অত্যাচার, শারীরিক নির্যাতন, বিভিন্ন সময়ে মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ থেকে বাঙালিদের উৎখাতে নির্যাতন, নিপীড়িত হয়ে অসংখ্য বাঙালি পশ্চিমবাংলা সহ পার্শবর্তী রাজ্যগুলোতে আশ্রিত হয়েছেন, তাঁদেরকেও একইভাবে শরণার্থীর মর্যাদা প্রদান করে পুনর্বাসন দিতে হবে।প্রায় তিন ঘণ্টার বিক্ষোভ ধরনা কর্মসূচির পর বেলা দুটায় কাছাড়ের জেলাশাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে আট দফা দাবি সংবলিত এক স্মারকপত্র প্রদান করেন আন্দোলনকারীরা। দাবিগুলো মিজোরাম থেকে তাড়া খেয়ে আগত ব্রু রিয়াংদের ফেরত পাঠানো, ২১ নভেম্বর পানিসাগরে পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রীকান্ত দাস হত্যাকাণ্ডের উচ্চ আদালতের বিচারপতির মাধ্যমে তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, ত্রিপুরা পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রীকান্ত দাসের পরিবারকে এককালীন এক কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য ও নিহতের পরিবারের একজনকে সরকারি চাকরি প্রদান, ত্রিপুরা পুলিশের গুলিতে হরেকৃষ্ণ দাসের ডান পা কেটে ফেলতে হয়েছে। অঙ্গহানির শিকার হরেকৃষ্ণ দাসকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণের পাশাপাশি তাকে সরকারি চাকরি প্রদান, অন্যান আঘাতপ্রাপ্তদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার পাশাপাশি আর্থিক সাহায্য ও সরকারি চাকরি প্রদান, বাঙালিদের কোণঠাসা করতে ত্রিপুরা সরকার প্রত্যক্ষ মদতে দিয়ে উগ্রপন্থীদের দিয়ে লাগাতার বাঙালি অপহরণ কাণ্ডের ঘটনা বন্ধ করা, ত্রিপুরা, মিজোরাম সহ সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সুরক্ষা বাহিনী নিয়োজিত করা এবং ত্রিপুরার শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নকারী ও সাম্প্রদায়িক বীজ বপনকারী স্বশাসিত জেলা পরিষদ সহ বাঙালি বিদ্বেষী প্রত্যেক আইন শীঘ্র বাতিল করা। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি ত্রিপুরা ও মিজোরামের রাজ্যপালের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যের সার্বিক বিকাশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্বপ উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের ইকোনমিক ইন্‌গিন বানানো। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে কৃষি, শিল্প, পর্যটন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আজ মহাকরণের ১নং কনফারেন্স হলে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বিভাগের 'পূর্বোত্তরণ' নামক বইয়ের আনুষ্ঠানিক আবরণ উন্মোচন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বিগতদিনে সেগুলির ঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। কারণ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে একটা সময় অনুন্নত অঞ্চল বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দায়িত্ব গ্রহণ করার পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে সাজানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন, যা এই বইটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই বইয়ের বিভিন্ন বিষয় যেমন পাবলিক পলিসি ইমপ্লিমেনটেশন, এডুকেশন ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট, সামাজিক কল্যাণ, গ্রামীণ উন্নয়ন, পর্যটন উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়গুলি সামাজিক ও আর্থিকভাবে আমাদেরকে সাহায্য করবে। তাছাড়া এই বইয়ের মূল থিম আমাদের রাজ্যের আর্থিক মেরুদণ্ডকে শক্তিশালী করার সাপেক্ষে একটা মাইলস্টোন হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে রাজ্যের সার্বিক বিকাশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তিনি সাবমে ফেণী নদীর উপর নির্মীয়মান মৈত্রী সেতুর কথা উল্লেখ করে বলেন, মৈত্রী সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থলপথে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের এক মধুর সম্পর্ক রয়েছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন ফেণী নদী থেকে সাবমবাসীকে জল প্রদান, চিটাগাং বন্দরকে ব্যবহার করার অনুমতি, এল পি জি সিলিণ্ডার বাংলাদেশ হয়ে ত্রিপুরায় নিয়ে আসার অনুমতি প্রদান, চিটাগাং বন্দর থেকে আখাউড়া পর্যন্ত সড়কপথে বিভিন্ন পণ্যবাহী কন্টেইনার আনার ব্যবস্থা ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। কারণ ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে যা তৈরি হয়েছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলবাসী হিসেবে আমরা ভাগ্যবান যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন। এই বইয়ের মাধ্যমে রাজ্যের যুবকরা যারা ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের মাধ্যমে ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় তারা বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি অধিগৃহীত সংস্থাগুলিও বর্তমানে লাভজনক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি বর্তমান সরকারের সদর্থক প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন সমবায় সংস্থাগুলিও লাভজনক সংস্থায় পরিণত হচ্ছে। গত ১ বছরে প্রায় ১০০টি সমবায় সমিতি লাভজনক সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বর্তমান রাজ্য সরকার রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের দিশায় কাজ করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গঙ্গাপ্রসাদ প্রাসিন, পূর্বোত্তরণ বইয়ের এডিটর দেবর্ষি মুখার্জি প্রমুখ।

রাজস্থানের কোটায় ভেঙে পড়ল নির্মীয়মান ওভারব্রিজ, আহত ১০ জন

কোটা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের কোটা শহরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একটি নির্মীয়মান ওভারব্রিজ। ওভারব্রিজ ভেঙে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন। সৌভাগ্যবশত প্রাণহানির কোনও খবর নেই। বুধবার রাতে একটি শপিং মলের সামনে আচমকাই ভেঙে পড়ে নির্মীয়মান ওভারব্রিজটি। আহত ১০ জনের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর, তাঁকে হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, বুধবার রাতে সিটি মলের সামনে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মান ওভারব্রিজ। স্মার্ট সিটি প্রোজেক্টের অন্তর্গত ওই ওভারব্রিজের স্ল্যাব ভেঙে আহত হয়েছেন ১০ জন। ওভারব্রিজ ভেঙে পড়ার ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে রাজস্থান সরকার। কোটার জেলা কালেক্টর উজ্জ্বল রাঠোর জানিয়েছেন, "ওভারব্রিজের সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনায় ১০-১১ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।"

আমেরিকায় দৈনিক মৃত্যু ৩ হাজারের বেশি, আক্রান্ত বেড়ে ১৫.৩ মিলিয়ন

ওয়াশিংটন, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকায় কোনও ভাবেই থামানো যাচ্ছে না মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপ। বরং আরও বাড়ছে! ফের রেকর্ড সংখ্যক মৃত্যু বাড়ল আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৩,০৫৪ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। দৈনিক মৃত্যু গত কয়েকদিন ধরে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে আমেরিকায়। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ১ লক্ষ ০৬ হাজার ৬৮৮ জন। সবমিলিয়ে এযাবৎ আমেরিকায় করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১৫.০৩ মিলিয়নের বেশি মানুষ। নতুন করে ৩,০৫৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২,৮৮,০০০-এ পৌঁছেছে।

নাড্ডার নিরাপত্তায় খামতি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবগত করলেন দিলীপ

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): বুধবার দুপুরে দু"দিনের রাজ্য সফরে এসেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। প্রথম কর্মসূচি ছিল কলকাতায় রাজ্য বিজেপির কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কার্যালয় উদ্বোধন। বুধবার নাড্ডা হেস্টিংসে গিয়েছিলেন দলের নির্বাচনী কার্যলয়ের উদ্বোধন করতে। সেখানেই প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা। তাই জে পি নাড্ডার নিরাপত্তায় গাফিলতি ও খামতির অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে চিঠি লিখল রাজ্য বিজেপি। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রশাসনকেও অবগত করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও রাজ্য প্রশাসনকে লেখা চিঠিতে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ উল্লেখ করেছেন, 'দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার নিরাপত্তায় খামতি ছিল। রাজ্য পুলিশের মানসিকতা ছিল উদাসীন। লাঠি-বাঁশ নিয়ে ২০০ জন দুষ্কৃতী এসেছিল হেস্টিংসের কার্যালয়ে। পুলিশ দুষ্কৃতীদের আটকায়নি। সারাদিনের কর্মসূচিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থান যাওয়ার জন্য পাইলট কারকেও নিরাপদ স্থান দেওয়া হয়নি।'উল্লেখ্য, বুধবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির গাড়ি এসে দাঁড়ায় হেস্টিংসের আগরওয়াল হাউসে, বিজেপির পার্টি অফিসের সামনে।

সুস্থতা বেড়ে ৯৪.৭৪ শতাংশ, ভারতে ১৫ কোটি ছাড়াল করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে ১৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৪.৭৪ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১৫, ০৭,৫৯,৭২৬-এ পৌঁছে গেল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.২২-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ ডিসেম্বর (বুধবার সারা দিনে) ভারতে ৯,২২,৯৫৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৫,০৭,৫৯,৭২৬টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ক্রমশই নিম্নমুখী ভারতে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৩.৮১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৪১,৭৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪১২ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,২৫, ৩৩,০৬ জন (৯৪.৭৪ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ২৯৩ জন করোনা-রোগী।

ভারতে ৯৭.৬৭-লক্ষ করোনা-সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ১,৪১,৭৭২

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দ্রুত কমছে ভারতে, দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যাও নিম্নমুখী। তবে, সংক্রমণে রাশ টানা যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯৭-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩১,৫২২ জন। ৪১২ বেড়ে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১, ৪১,৭৭২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৭,৭২৫ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৯২,৫৩,৩০৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৭২ হাজার ২৯৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৬, ৬১৬ জন।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা অনেকটাই নিম্নমুখী। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৩.৮১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সুস্থতার হার ৯৪.৭৪ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১.৪৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯,২২, ৯৫৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

কৃষকদের নিয়ে মত বিনিমিয় রইস্যাবাড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া ১০ ডিসেম্বর।। কৃষি ও কৃষক কল্যান দপ্তরের উদ্যোগে ধলাই জেলার পিছিয়ে পড়া ব্লক হিসাবে গন্ডাছড়া কৃষি মহকুমা আওতাধীন রইস্যাবাড়ি ব্লকের কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের নিয়ে বৃহস্পতিবার আন্তরিক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন সকাল এগারোটায় রইস্যাবাড়ি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত আন্তরিক মত বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, প্রাক্তন এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা ও ধীরেন্দ্র ত্রিপুরা, রইস্যাবাড়ি ব্লক চেয়ারম্যান প্রদীপ জমাতিয়া, **ছয়ের পাতায় দেখুন**

ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী পুরানো ভবন, শিলান্যাস নতুন সংসদ ভবনের

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর (হি.স.): বৃহস্পতিবার, ১০ ডিসেম্বর দুপুরে শিলান্যাস ও ভুমিপুজো হল গণতন্ত্রের মন্দির সংসদের নতুন ভবনের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয়া সংসদ ভবনের ভুমিপুজো ও শিলান্যাস করেছেন। বর্তমান সংসদ ভবনের নির্মাণ করা হয়েছিল এডউইন লুটিয়েনস এবং হারবার্ট বেকারের পর্যবেক্ষনে। ১৯২১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সংসদ ভবনের শিলান্যাস হয়েছিল। ১৯২৭ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডারউইন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেছিলেন। সমগ্র সংসদ ভবন লালবেলেপাথর দিয়ে তৈরি। সবমিলিয়ে মোট ১২টি দরজা রয়েছে। ৬ বছরের মধ্যে ভবন নির্মিত হয়েছিল এবং ৮৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। সংসদ ভবনে সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এসেম্বলির প্রথম বৈঠক বসেছিল ১৯২৭ সালের ১৯ জানুয়ারি।

বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে এই ভবন। ১৯২১ সালের সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি এবং কাউন্সিল অফ স্টেটস-এর স্থাপনার পর এখানেই ভারতীয় বিধানমন্ডলের যাত্রা শুরু হয়েছিল। ভারতের সংবিধানের খসড়া তৈরি করা সংবিধান সভা পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে বৈঠক করেছিল। ১৯৫২ সালের ১৩ মে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আয়োজিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এই সংসদ ভবনে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে প্রথম সভা করেন। সেই থেকে ভারতের সংসদ দেশবাসীর মার্গদর্শক হিসেবে থেকে গিয়েছে এবং ভারতীয় সংবিধানের দেখানো পথে অনুসরণ করে দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সংসদ ভবন পরিসরে সংসদীয় সৌধ, সংসদীয় জ্ঞানপীঠ এবং সংসদীয় সৌধ বিস্তার ভবনের নির্মাণ যথাক্রমে ১৯৭৫, ২০০২ ও ২০১৭ সালে হয়েছিল। সংসদ ভবন নির্মাণের পর ৯৩ সালের বেশি সময় হয়ে গিয়েছে, এ জন্য এই ভবনে আধুনিক সঞ্চার, সুরক্ষা এবং ভূমিকম্প প্রতিরোধী ব্যবস্থা উপলব্ধ করা একটি কঠিন কাজ। এই ভবন পুনরায় নির্মাণ করাও অত্যন্ত কঠিক কাজ। আবশ্যিক সংস্কার ও ব্যবস্থা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে ভবনের ক্ষতি হতে পারে।

সময়ের সঙ্গে সংসদ বিষয়ক কাজকর্মের পরিসর, পরিমাণ, জটিলতা বেড়ে গিয়েছে। ফলে কার্যালয়ের আয়তনের বিস্তার হওয়া একান্তভাবেই জরুরি হয়ে পড়েছিল। সেই কারণে দীর্ঘ সময় ধরে নতুন সংসদ ভবনের চাহিদা ছিল। বিগত কয়েক বছর ধরে বহু সাংসদ নতুন এবং প্রযুক্তির নিরিখে উন্নত মানের সংসদ ভবনের দাবি করে আসছিল। তারা চাইছিল নতুন সংসদ ভবন হলে আরো দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের সংসদীয় কেন্দ্রের জনগণের উন্নতি সাধনে রত হতে পারবে।

নতুন সংসদ ভবনের প্রস্তাব উপরাষ্ট্রপতি তথা সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু এবং লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৫ আগস্ট ২০১৯ সালে পেশ করেছিল।

৯৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা এই সংসদ ভবন ৬৪৫০০ মিটারের ওপর গড়ে তোলা হবে। ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবসের আগেই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। পুনর্নির্মিত হতে যাওয়া শ্রমশক্তি ভবনে প্রত্যেক সংসদের একান্ত নিজস্ব কার্যালয়ের জন্য ৪০ বর্গ মিটার স্থান দেওয়া হবে। এর নির্মাণ ২০২৪ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ করা হবে। নবনির্মিত হতে যাওয়া সংসদ ভবনের নকশা তৈরি করেছে গুজরাটের আহমেদাবাদের এইচসিপি ডিজাইন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি বেসরকারি সংস্থা। ভবনের নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে টাটা প্রোজেক্ট লিমিটেডকে। ভবনের ভেতরে আধুনিকতম প্রযুক্তির সুবিধা পাবে প্রত্যেক সদস্য ও আধিকারিকরা। পরিবেশ বাঁচাও সংক্রান্ত সমস্ত বিধি মেনেই এই ভবন গড়ে তোলা হবে। বদলে যাওয়া সময়ের কথা মাথায় রেখে সমস্ত সুবিধার কথা বিবেচনা করে এই ভবন গড়ে তোলা হবে।

নবনির্মিত ভবনের লোকসভায় কক্ষে বসতে পারবে ৮৮৮ জন সদস্য। সেন্ট্রাল হলে যৌথ অধিবেশন হলে বসতে পারবে ১২২৪ জন। রাজ্যসভা একসঙ্গে বসতে পারবে ৩৮৪ জন। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের ছোঁয়া নবনির্মিত সংসদ ভবনের প্রতিটি গাত্রে থাকবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা নির্মাণ শিল্পীকার, বাস্তুকাররা নিজেদের প্রতিভার ছোঁয়া রেখে যাবে এই সংসদ ভবনে।

ভারতীয় গণতন্ত্র সময়ের পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে। দিন যত গিয়েছে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সময়ের সঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষের আস্থা আরো বেড়েছে। ভারতের গণতন্ত্র ও তার জনগণের গৌরবের প্রতীক হবে নতুন সংসদ ভবন। গৌরবজ্জল ইতিহাসকে তুলে ধরার পাশাপাশি দেশবাসীর শক্তি, একতা, এবং বৈচিত্রের পরিচয় বহন করবে নতুন সংসদ ভবন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।